

11/100A

# অণুকণা

শ্রীশৈলবালা দেবী







~~6271~~

11/150 A

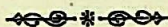
অণুকণা





11/100A

# অনুকণা

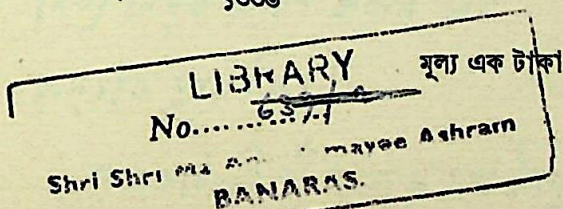


শ্রীশৈলবালা দেবী



প্রকাশক  
ডাঃ জ্ঞানদাকান্ত সেন  
হনুমান রোড,  
নিউ দিল্লী

১৩৩৬



প্রিন্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়  
বাণী প্রেস  
৩৩এ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা



মহাত্মা ৬ বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ

(৩)

মাস্তি বিজেন্দ্রনাথ  
১৯১১ সাল ১১১১

মা মেনবাল

তোমার কবিতার গুণের প্রভুর মংক্তি  
চন্দ্রের হৃদয়ের উদ্ভাস। তোমার উপরে ভাল  
মন্দ বিচার চল না — সুতরাং সুখ ভাল  
হইলছে বলা বাহুল্য। এজন্য আমি বক্তৃতা  
আমাদের দেশের শিক্ষিতা নারীগণের  
কাহারো হস্ত হইতে কবিতা প্রকাশের  
বাহির হইতে এ পর্যন্ত আমি চেষ্টা  
নাহি। শ্রদ্ধা তোমাকে তোমার মঙ্গল  
প্রাপ্তি নিত্য বক্ষণ করুন এই  
আমার হৃদয় প্রার্থনা।

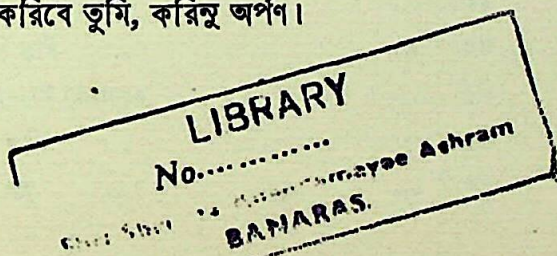
শ্রদ্ধাশ্রী ৬ বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর





## উৎসর্গ ।

সত্ৰাটের হেরি মহা পূজা আয়োজন,  
দীন ভক্ত স্নান মুখে ফিরিবে কি ঘরে ?  
দিয়ে ক্ষুদ্র উপহার, শ্রদ্ধা পূর্ণ মন,  
পূজিবেনা আপনার ইচ্ছা দেবতারে ?  
নাহি থাক ধন রত্ন বিপুল বিভব,  
প্রাণেতো বহিতে পারে ভক্তি ধারা ক্ষীণ,  
লোক চক্ষু অন্তরালে হইয়া নীরব  
তাই ল'য়ে দেবতারে পূজা করে দীন।  
বাঁর কাছে দীনতার নাহিক সরম,  
বাহিরের আয়োজনে না থাক শকতি,  
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বাঁর নিরখে নয়ন ;  
নাহি ভয় দিতে তাঁরে শুধুই ভকতি,  
ভক্তি অর্ঘ অণুকণা স্মরিয়া চরণ,  
গ্রহণ করিবে তুমি, করিনু অর্পণ।







## সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
যাঁরে সবাই ডাকে, ...	১
দূরে কোথায় খুজ্ব আমি ...	২
একটি শুধু ডেউ লাগে ...	৩
সাকার অথবা নিরাকার তুমি ...	৪
তোমার কাছেই তোমার কথা ...	৫
যে জন পেয়েছে তব স্নেহকণা ...	৬
মুষ্টি তোমার পারিনা ভাবিতে ...	৮
একটা ফুলের দলে, ...	৯
তুমি যে সদা রয়েছ প্রাণে, ...	১০
আমি লুকাব কাহার কাছে ...	১১
তুমি দেখাও যদি ভিন্ন ...	১২
পেয়েছি তব অমৃতকণা ...	১৩
যতই চলি ভিন্ন পথে, ...	১৪
যদি না পাই তোমার কাছে, ...	১৫
এত কাছে রয়েছ তুমি ...	১৬
প্রাণের বেদনা জানাই তোমারে ...	১৮
অল্প জ্ঞানে যাহা লভি ...	১৮
আমি নিশিদিন শুধু ...	২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
কতই যে সদা আশা জাগে মনে	২১
কতই কয়েছি মরমের কথা ...	২২
তোমার কথা থাকব ভুলে ...	২৩
তুমি কোথায় কোথায় কোথায় বলে	২৪
যেজন পেয়েছে দরশন তব ...	২৫
জানাই আমি আমার কথা,	২৬
আরতো হেথা থাকতে ভুলে...	২৭
হরি তোমার চরণ স্মরণ করি	২৮
সাধন ভজন নাইক জানা ...	২৯
আমার মনের গোপন কথা	৩০
ওহে ভবকর্ণধার	৩১
করুণার কণা	৩২
আহ্বান ...	৩৩
হরিনাম ...	৩৫
শরণ ...	৩৬
পুরীতীর্থে ...	৩৭
বড় ...	৩৯
কি চায় ...	৪০
মনের কথা ...	৪২
রোগ ...	৪৩
রাজা ...	৪৪
মন্দিরে ...	৪৬

বিষয়				পৃষ্ঠা
তোমাকেই ...	...	...	...	৪৭
ভাবি ননে ...	...	...	...	৪৮
আগি কিছু নই	...	...	...	৪৯
তু দিকে ...	...	...	...	৫১
কোন পথ ভালো	...	...	...	৫৩
ডেকেছিলে	...	...	...	৫৪
আমার আশা	...	...	...	৫৫
নানা পথ ...	...	...	...	৫৭
করণা ...	...	...	...	৫৮
আশিস্ ...	...	...	...	৫৯
অতি আপনার	...	...	...	৬০
সংসার ...	...	...	...	৬১
ভুল ...	...	...	...	৬২
একা ...	...	...	...	৬৩
সমুখে ...	...	...	...	৬৪
ভরসায় ...	...	...	...	৬৫
অজ্ঞানে ডুবে থাকি	...	...	...	৬৬
ধর্ম প্রবর্তকের প্রতি	...	...	...	৬৭
মানুষ হও ...	...	...	...	৭১
বাংলা দেশের মেয়ে	...	...	...	৭২
জিজ্ঞাসা ...	...	...	...	৭৪
ভুল পথ ...	...	...	...	৭৫



বিষয়				পৃষ্ঠা
ভুলে গিয়েছিলে	...	...	...	৭৭
কারলী গুহা	...	...	...	৭৯
বৃদ্ধ	...	...	...	৮১
সন্ন্যাসী	...	...	...	৮৩
করুণা	...	...	...	৮৪
দেওনা ধরা	...	...	...	৮৬
রিক্ত হস্তে	...	...	...	৮৭
জানার আশা	...	...	...	৮৮
মিলন	...	...	...	৮৯
বাসনা	...	...	...	৯০
কোথা	...	...	...	৯১
জলশ্রোত	...	...	...	৯২
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	...	...	...	৯৪
আমার দেশ	...	...	...	৯৫
প্রবাসী	...	...	...	৯৭
বাংলা	...	...	...	৯৯
রাজস্থান	...	...	...	১০০
বিশ্বরাজ	...	...	...	১০১
যোগ্যতা	...	...	...	১০২
মরণ	...	...	...	১০৩
যেতে হবে	...	...	...	১০৪
জাগে	...	...	...	১০৫

৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরপার ...	১০৬
মাহেন্দ্রক্ষণ ...	১০৮
ডাকি ...	১০৯
ব্রাহ্ম ...	১১০
করুণা ...	১১২
দেখা দেও ...	১১৩
যোগ্যতা ...	১১৪
জ্ঞানের আঁখি ...	১১৫
চাহিব ...	১১৬
জলকণা ...	১১৭
জ্ঞানদাত্রীর প্রতি ...	১১৮
উপদেশ ...	১১৯

## দৈনিক

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ কাটাইয়া সারাদিন কত শত কাজে ...	১২৩
২ মাঝে মাঝে সাধ যায় মনে ...	১২৪
৩ কি ভাবে আমার ডুবে রহে মন ...	১২৫
৪ নিত্য আমি আসি তব দ্বারে ...	১২৬
৫ দেখব যদি দেখাও মোরে ...	১২৬
৬ ক্লান্ত আমার হয় না কি মন ...	১২৭

৭০/০

বিষয়	পৃষ্ঠা
৭ ভেবেছিলাম আমার মনে...	১২৭
৮ যখন আমার থাকে বলিবার কথা	১২৯
৯ দিনগুলি যত হয় অতীতে বিলীন	১৩০
১০ জীবন ভ'রে করিয়াছি ...	১৩১
১১ কতু মনে হয় ...	১৩২
১২ মানি বা না মানি ...	১৩৩
১৩ বাধা বিধি মোর মানে না অন্তর	১৩৪
১৪ আনন্দ বিষাদ তোমারি সে দান	১৩৫
১৫ একদিন তুমি কত আশা দিয়ে	১৩৬
১৬ যত জ্বরে মন মোর ...	১৩৬
১৭ সদা যেন তোমার পদে ...	১৩৭
১৮ দিতে খুঁসি হয় দিও তবে মোরে	১৩৮
১৯ যবে তব ভাবে পূর্ণ রহে মন	১৩৮
২০ মাঝে মাঝে তব না পেয়ে সন্ধান	১৩৯
২১ দিবসের কৰ্ম অবসরে ...	১৪০
২২ তোমার চরণে রাখিও ভুলারে	১৪১
২৩ বন্ধন আমায় দিতে চাহে কেহ	১৪২
২৪ আপনারে বেঁধে রেখে ...	১৪২
২৫ স্বপনে দেখিছু মূর্তি ...	১৪৩
২৬ বন্ধ কিছুতে হয়না অন্তর	১৪৪
২৭ তোমার জগৎ নিত্যানন্দময়	১৪৪
২৮ দিবানিশি থাকি যেন স্বপনের মাঝে	১৪৫



৫১০

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৯ কি মায়ায় যেন মুগ্ধ রয়ে জাঁখি	১৪৬
৩০ চারিধারে কত দেখিবার আছে	১৪৬
৩১ দিবানিশি আমি থাকি আশা ক'রে	১৪৭
৩২ বেদনার ভারে হৃদয় আমার	১৪৮
৩৩ যদি দেও বাতনা শরীরে,	১৪৮
৩৪ বাহির হ'তে বাই যে ফিরে	১৪৯
৩৫ তোমারি চরণ সান্ধনা শুধু	১৫০
৩৬ আবির্ভূত তুমি র'য়েছ অন্তরে	১৫০
৩৭ দেও তুমি শত হাতে তুলে	১৫১
৩৮ দাঁড়াইয়া আছি যেন পথে	১৫১
৩৯ ভীষণ অশনি পড়েছিল শিরে	১৫১
৪০ পাশ্চাত্যে আসিয়াছি যেন	১৫২
৪১ আজিকার দিন গত হ'য়ে গেলে	১৫২
৪২ স্নেহময় দয়াময় হরি	১৫২
৪৩ চারিদিকে দুঃখ দৈন্ত হেরি	১৫৩
৪৪ বিধির নিদেশে	১৫৩
৪৫ কি মঙ্গলময় তোমার কৰ্ম	১৫৪
৪৬ অজ্ঞানতা অন্ধকারে হয়ে অন্ধ দীন	১৫৫
৪৭ তব নাম করেছি গ্রহণ	১৫৬
৪৮ কত দিন এসেছি ধরায়...	১৫৭
৪৯ জানিনা কোথায় নিবাস তোমার	১৫৭
৫০ মানবের আকাঙ্ক্ষা প্রবল,	১৫৮

বিষয়			পৃষ্ঠা
৫১ কণাটুক যদি আমি পাই	...	...	১৫৯
৫২ চারিদিকে রাখিয়া নয়ন	...	...	১৫৯
৫৩ আপনার জন যত চারিধার	...	...	১৬০
৫৪ দিবার যতন পাই নাই আমি	...	...	১৬১
৫৫ আপনার যার যতটুকু আছে	....	...	১৬২
৫৬ তোমার পূজার নাম করি শুধু	...	...	১৬২
৫৭ যত ভাবি সমুখে চলিব অবাক হইয়া দেখি		...	১৬৩
৫৮ আমি বাহা চাই	...	...	১৬৩
৫৯ না দেও যদি সাড়া প্রাণে	...	...	১৬৫
৬০ যখন আমি আসি পূজার তরে	...	...	১৬৬
৬১ বাহা যবে করি আমি তোমারি সে কাজ		...	১৬৬
৬২ কত দুঃখ অত্যাচার করিয়া বহন	...	...	১৬৭
৬৩ এসেছিহু প্রান্ত হ'তে আর প্রান্ত দূর	...	...	১৬৭
৬৪ তুমি টানিয়া লইবে মোরে	...	...	১৬৮

## অণুকণা

১

বাঁরে, সবাই ডাকে, সবাই ডাকে  
সবাই ডাকে জগৎজনা,  
কতই নামে কতই ভাবে  
তঁারেই করে আরাধনা,  
হৃদয় মাঝে বেজে উঠে  
বাঁহার মোহন মধুর বাঁণা  
তঁার নামেই দিন কাটে মোর  
তঁারেই ডাকি আমিও দীনা।  
আমার বলে তোমায় জানি,  
আকুল প্রাণে তাইত ডাকি,  
অসীম তোমার স্নেহ-ধারা  
দেখছে আমায় তোমার আঁখি।

১



## অণুকণা

আমার বলে তোমায় জানি,  
তাইত আমি সকল ভুলে,  
আমার কথাই তোমায় সদা  
বলি আমার পরাণ খুলে ।

২

দূরে কোথায় খুঁজব আমি  
তুমি রয়েছ আমার মাঝে,  
পরে আমায় কি দেখাবে  
প্রাণের মাঝে বাহা আছে ।  
হৃদয় দ্বারে দাঁড়ায়ে তুমি  
রেখেছে ঢেকে কুহেলিকা,  
সেদিন আমার যেদিন হবে  
তোমার আমি পাব দেখা ।  
সেই আশাতে থাকব আমি  
প্রাণে যদি লাগেও ব্যথা,  
নীরব হয়ে সহিব তা'  
শুন্ব না কার কোন কথা ।

২

## অনুকণা

এমনি করে যেদিন মম  
খুলে যাবে জ্ঞানের ঐশি  
সেদিন তুমি প্রকাশ হবে  
দিতে আমার পাবে না কঁাকি ।

### ৩

একটা শুধু ঢেউ লাগে যার প্রাণে  
ভুলে সকাল সন্ধ্যা বেলা,  
ভুলে ভবের মায়ার খেলা,  
ডুবে যায় সে ঢেউএর কলতানে ।  
মহাসাগর কতই দূরে  
দেখেনা সে বিচার করে,  
আকুল প্রাণে ছোটো তাহার পানে ।  
বদি তাহার না পায় সাড়া  
হয়ে যেন সর্ব্ব হারা  
আপনারে মিলাতে চায় গানে ।  
তার বাড়ি সে চায়না কিছু  
তাকায় না সে আগু পিছু ।  
ঢেউয়ে যেন নেবে তারে টেনে,

## অগুনকনা

কি আনন্দ কি পূর্ণতা  
জানেনা সে মিলবে তথা,  
তবুও প্রাণ ছোট্টে ঢেউএর পানে  
একটী শুধু ঢেউ লাগে যার প্রাণে ।।

## ৪

সাকার অথবা নিরাকার তুমি  
ও সব বুঝিনা আমি,  
জানি তুমি মোর প্রাণের স্তম্ভদ,  
তুমি যে অন্তরধামী ।  
প্রাণে রহি' তুমি জান মোর কথা,  
তোমার পরশে ঘুচে সব ব্যথা,  
কেমন তোমার আকার প্রকার  
কিছুই নাহিক জানি ।  
দিবা নিশি তবু রয়েছ জুড়িয়া  
আমার হৃদয় খানি ।  
অজ্ঞান অঁধারে আবরি নয়ন  
দেখিতে পাই না তুমি যে কেমন,



## অনুকণা

তুমি আছ প্রাণে দিও সে ভরসা  
তোমার মুখের বাণী,  
ভার বেশী আর চাহিনা জানিনা  
তোমাকেই শুধু জানি ।

৫

তোমার কাছেই তোমার কথা  
শুনতে আমি পাব ।  
জানতে আমি তোমার কথা  
ফিরব কেন বথা তথা,  
শান্ত মনে নীরব হয়ে  
ঘরেই বসে র'ব ।  
আসবে তুমি আমার ঘরে  
তোমার কথা বলবে মোরে  
সেই আশাতে পথে চেয়ে  
সবই আমি স'ব ।  
কাজ কি আমার ব্যাকুল হ'য়ে  
জীবন না হয় যাবেই ব'য়ে ;

## অনুকণা

তোমার নামেই উত্রে যাব  
                    দুঃখ আঁধার ভব ।  
এ পার না হয় পরপারে  
আসবে তুমি উজল করে,  
তোমার কথা শুন্ব তখন  
                    আমার কথা ক'ব ।  
এ জীবনটা না হয় আমি  
                    সেই আশাতেই র'ব ।

## ৬

যেজন পেয়েছে তব স্নেহকণা  
                    অমর হয়েছে সে যে,  
অমৃতের কণা গিয়াছে বিলায়ে  
                    কতকাল চলে গেছে ।  
তাহার হাতের কয়টি আখর  
গিয়াছে দেখায়ে জ্ঞানের আকর ;  
আজিও মানব কতই রতন  
                    খুঁজিছে তাহার মাঝে,  
তাপিত, ব্যথিত মানবের তরে  
                    শান্তি তাহাতে রাজে ।

## অনুকন!

কতকাল যুগ চলে গেছে কত

তবুও নিত্য নূতনের মত

সে রতন রাশি বিতরি অমৃত,

মুগ্ধ করিছে নরে ।

কত শোক তাপ করিছে বিনাশ

কত পিপাসুরে দিতেছে আশ্বাস

চির পুরাতন হইয়া নূতন

বিরাজে সবার ঘরে ।

তব প্রেরণায় বাহির হয়েছে

ছুটি কথা মুখে বার ।

তাই লয়ে নর খুঁজিতে ব্যাকুল

সেই জ্ঞান পারাবার ।

তব প্রেমালোক পেয়ে এককণা

হয়েছে আলোক ময়,

সে আলোক হ'তে চাহিছে মানব

আলোক জালিয়া লয় ।



## অনুকণা

৭

মূর্তি তোমার পারিণা ভাবিতে  
 তুমি বে মহান্ অতি ।  
 ক্ষুদ্র মাঝে আমি কেমনে দেখিব  
 বিশাল জগৎ পতি ।  
 আমি ভাবি তুমি রহিয়াছ কাছে,  
 ভরসা আমার প্রাণে তাই আছে,  
 যদি কোন দিন পাই সে নয়ন  
 তোমারে দেখিব কাছে ।  
 নাহি দেখি, তবু ভাবিয়া মহান  
 শাস্তিলাভ করে আমার পরাণ ;  
 ক্ষুদ্ররূপ মাঝে খুঁজিতে তোমার  
 বেদনা আমার বাজে ।  
 অচিন্ত্য অব্যক্ত অনাদি মহান  
 সেই ধ্যানে মোর ডুবে যায় প্রাণ  
 আমি ভারি মনে সতত জাগ্রত  
 রয়েছ হৃদয় মাঝে ।  
 ক্ষুদ্ররূপে তবু পরাণ আমার  
 হেরিতে চাহেনা কাছে ।

## অনুকণা

৮

একটা ফুলের দলে প্রভু  
একটা ফুলের দলে  
অবাক আমি দেখে তোমার  
মহিমা কিবা খেলে ।  
কতই তুমি নিপুণ হাতে  
পাঠাও তারে ধরনীতে  
সাজায়ে তার ক্ষুদ্রদেহ  
অগণিত দলে ।  
দিয়েছ তাতে স্বেদাস ভরে  
রেখেছ মধু অনির তরে  
একটা দিনই ছড়ায়ে শোভা  
ঝরবে গাছের তলে ।  
কি নৈপুণ্য দেখাও তুমি  
তারি একটা ফুলে ।

## অনুকণা

৯

তুমি যে সদা রয়েছ প্রাণে  
তাকিয়ে আমার মুখের পানে  
রেখেছ স্নেহে তাই ত জানি আমি।

বিপদ যখন ভীষণ বেশে  
সমুখে মোর দাঁড়ায় এসে,  
ভুলে তখন বাই যে অন্তরযামী।

খুঁজে তোমার পাইনে সাড়া  
ভীষণ অঁধার হয় এ ধরা  
হতাশ প্রাণে ভয়েই মরি  
হয়েছি তোমা হারা।

আকুল হয়ে বিপদ ভয়ে  
ভরসা আমার যায় লুকায়ে,  
ভুলেই থাকি বন্ধু যে আর  
নাইক তুমি ছাড়া।

তুমি রয়েছ প্রাণে প্রাণে  
ডাকার আগেই শোন কাণে  
বোঝে না তবু অবোধ আমার মন।



## অণুকণা

কতই তোমার দয়া অতুল  
তবুও আমার হয় সদা ভুল  
করণা তব রাখিতে স্মরণ ।

## ১০

আমি লুকাব কাহার কাছে,  
আমি না জানিতে জানিতেছ তুমি  
থাকিয়া হৃদয় মাঝে ।  
গ্রহ তারকায় তোমার নয়ন  
সারা বিশ্বময় তোমার শ্রবণ  
নিভৃত হৃদয়ে আছে যা গোপন  
প্রকাশ তোমারি কাছে ।  
কোথা কপটতা কোথা অহঙ্কার  
শক্তি কিবা মম আছে লুকাবার  
তুমি অন্তর্যামী সর্ব জ্ঞানাদার  
জাগ্রত হৃদয় মাঝে ।  
আত্ম প্রতারিত হয়ে যদি কভু  
বড় বলে মোরে কয়ে থাকি প্রভু  
ক্ষমি অপরাধ দয়া করে তবু  
রহিও হৃদয় মাঝে ।

## অনুকণা

১১

তুমি দেখাও যদি ভয়  
মনটা আমার আকুল হয়ে  
তোমার পদেই রয় ।  
দিবানিশি ঘুমায়ে জেগে,  
তোমার কাছেই ভরসা মাগে  
তখন ভাবি তুমি ছাড়া  
কেহই কিছু নয় ।  
অধীর হয়ে প্রাণটা শুধু  
লুটায় তোমার পায়  
অভয় পেলে করুণা তব  
সকলি ভুলে যায় ।  
আজও তোমায় চিন্তে নারে  
দূরেই শুধু রয়,  
ভবান্নবে ডুবে যাব  
তাইত লাগে ভয় ।  
আমি যে চাই পরাণ মম  
তোমাতে ডুবে রয়,

১২

## অগুরুনা

উজল রূপে তোমায় যেন  
দেখি পরাগ ময় ।  
তোমার নামে থাকব ডুবে  
নাই ভাবনা ভয়  
এমনি দান আমার দিও  
আমার দয়াময় ।

১২

পেয়েছি তব অমৃত কণা—  
নাই সে অহমিকা,  
আমি ভাবি আশিষ তব  
আমি কি লব একা,—  
ষেটুকু তুমি জানাও মোরে  
বিলাতে চাই সবার ঘরে  
যুচাব আমি তোমার নামে  
কতই প্রাণের ব্যাথা,  
আনন্দ সবাই পাবে  
জেনে তোমার কথা,

১৩



## অণুকণা

বাসনা তুমি দিয়েছ মোরে  
তুলতে হাত ধরে,  
কেমন করে তুলতে হবে  
জানাও নি ত মোরে ।

আমি ক্ষুদ্র অণুকণা  
আমার কেন এ বাসনা  
তবুও আমার জাগে মনে  
দিয়েছ কাজের ভার,  
ষেটুকু পারি করতে হবে  
লাজ নাই ক তার ।

## ১৩

যতই চলি ভিন্ন পথে  
মিলায়ে পথের রেখা,  
একদিন সব মিলুব মোরা  
হবে সবার দেখা ।  
যারা আমার পথের ধারে  
যেতে চাহি যাদের ছেড়ে,

## অনুকণা

রেখেছি আমি ছোট বলে  
সরিয়ে যাদের দূরে ।  
সে নাম নিয়ে চলবে যারা  
সবাই যাবে তরে ।  
বতই মানি ভেদাভেদ  
যতই টানি রেখা,  
আমি যেন সবার চেয়ে  
আগে চলব একা ।  
সেথায় গিয়ে দেখতে হবে  
কতই 'ছোট' উৎরে যাবে  
উচ্চ শৃঙ্গ একই সবার  
ভাঙ্গবে অহমিকা ।  
মিলায়ে যাবে সব ব্যবধান  
সকল পথের রেখা ।

## ১৪

যদি না পাই তোমার কাছে,  
কেমনে সবারে জানাইব আমি  
কি ধন আমার আছে,

## অগুনিকা

নাহি পাই যদি তব পদরেণু  
 নাহি পশে কাণে ও মোহন বেণু  
 প্রাণের আঁধার না ঘোচে আমার  
 বেদনা শুধু বাজে ।  
 কেমনে বলিব আয় বোন ভাই  
 মায়ের চরণে কোন দুখ নাই  
 প্রেম, পুণ্যময় চরণে তাঁহার  
 আনন্দ শুধু রাজে ।  
 বাসনা আমার লভি সে রতন  
 জগৎ জনেরে করি বিতরণ  
 দুঃখ জ্বালা সবে হয়ে বিস্মরণ  
 ছুটিবে তোমার কাছে,  
 জানিবে মানব দুঃখের জগতে  
 আনন্দ কোথা আছে ।

১৫

এত কাছে রয়েছ তুমি  
 তবুও এত দূর,  
 কাণে আমার বাজে যেন  
 তোমার মোহন সুর ।

১৬



## অনুকণা

যখন তোমার আলোক পেয়ে  
প্রাণের ভিতর দেখি চেয়ে  
তখন দেখি সেথায় তুমি  
রয়েছ ভর পুর ।  
আনন্দ ময় মূর্তি তব  
উজল মধুর ।  
সংসারেতে ডুবলে আমি  
তোমায় ভাবি দূর  
কৈদে উঠে ব্যাকুল হিয়া  
হয়ে শঙ্কাতুর ।  
তুমি যে আমার এত কাছে  
তবুও কেন প্রাণে বাজে  
পাইনা বুঝি তোমায় আমি  
বাজেনা কাণে সুর  
আনন্দ ময় এত কাছে  
তবু ও ভাবি দূর ।

## অগুনকণা

১৬

প্রাণের বেদনা জানাই তোমারে  
বেদনায় গাহি গান,  
কার লাগে ভাল লাগেনা জানিতে  
ব্যাকুল নহেক প্রাণ ।  
আমি জানি তুমি শুনিতেছ কাণে  
তাই গাহি গান পরাণের টানে  
একদিন তুমি বুঝিবে বেদনা  
সুচাইবে ব্যবধান ।  
বুঝিতে পারি না কি যে আমি চাই  
মরমের কথা তোমারে জানাই,  
তুমি জান আমি কতটুকু পাব  
তোমার স্নেহের দান ।

১৭

অল্প জ্ঞানে বাহা লভি তাহাই আমার ভালো,  
চাইনা আমি অগাধ জ্ঞানের উজ্জলতম আলো ।

১৮

## অনুকণা

একটি শিখা লক্ষ্য করে  
তরে যাব অন্তকারে ;  
দীপ্ত আলোয় ধাঁধায়ে অঁধি নামে অঁধার কালো  
চলার পথে আমার যেন একটি শিখাই জ্বেলো ।

থাকনা কেন চারি ধারে গভীর কুয়াসা,  
অঁধার হেরি আমার যেন না হয় নিরাশা ।  
এধার ওধার কি কাজ দেখা  
দেখব শুধু একটি শিখা,  
উজলিবে জীবন, পথের যুচবে তমসা ;  
আমার যেন হারায় নাকো পথের ভরসা ।

কারো চোখে নাহি জাগে আমার জ্যোতিকণা  
অঁধার পথে চলি আমি দেখুক জগৎ জনা  
একটি আলো লক্ষ্য আছে  
ভরসা রবে আমার কাছে  
তোমার পানে সদাই যেন থাকে আমার মতি ।  
সদাই যেন উজল রহে তোমার পথের ভাতি ।



## ଅଗୁକଣା

५८

আমি নিশি দিন শুধু তোমারে হারাই  
তুমি, কবে এসেছিলে কবে গেছ চলে  
সে কথা ভুলিয়া যাই ;  
যেন মনে জাগে কবে তুমি আগে  
একান্ত আমারি ছিলে  
আমি তো হেলায় এ খুলা খেলায়  
তোমারে রয়েছি ভুলে ।

কোনবা স্বপনে                      নাহিক স্মরণে  
জেনেছি আমার বলে,  
জেগে উঠে ফিরে                  দেখিনি তোমারে  
তুমি যে গিয়েছ চলে ।

আখ ঘুম ঘোরে                      যেন মনে পড়ে  
দেখেছি তোমার ছবি  
হয়ে সচেতন                      খুঁজিছু যখন  
হারায় ফেলেছি সব।

## ଅନୁକଳା

लुकाईया थाक

তবু মনে হয়

## প্রাণে প্রাণে ভূমি মাথা

তবু নিশি দিন

## জাগাও বেদনা

না দিয়া আমায় দেখা ।

ఏ

কতই যে সদা আশা জাগে মনে

সব কি আমার ভাল ?

আমার মাথায় পড়িবে না দেব

## তোমার চরণ ধূল ?

জাগে আশা মনে হ'লে নিশি ভোর

যাঁহার স্নেহের ডোর,

রেখেছে সতত বাঁধিয়া আমারে

সে যেন আসিবে মোর !

নিশি যবে আসে থাকি আমি আশে

## কল্পনা স্বপনে কিবা

জাগিয়া উঠিবে পরাণে আমার

তোমার উজল বিভা ।

## অগুরুণা

পুরাওনা আশা পাইনা সন্ধান  
শুধুই বেদনা বই  
চিরদিন হেন খুঁজিব কি প্রভো  
তুমি কই তুমি কই ?  
না পেয়ে তোমায় এমনি করে কি  
দিবা নিশি যাবে চলে,  
এমনি কি তুমি রাখিবে ভুলায়ে  
চিরদিন র'বে ভুলে ?

২০

কতই কয়েছি মরমের কথা  
শোন নাই তুমি কাণে  
মা মা বলে কত ডেকে মরি আমি  
চাওনি আমার পানে ।  
তাই ভাবি আমি কাঁদিব না আর,  
জানাব না মম হৃদয়ের ভার,  
নীরবে নিৰ্জ্জনে শ্রান্ত হিয়া মোর  
রহিবে আপন মনে ।

২২



## অণুকণা

অভাব বেদনা যাহা মোর আছে  
লুকায়ে রাখিব মরমের মাঝে  
নিরালায় আমি বলি মোর কথা  
শুনিব আপন কাণে,  
শ্রান্ত হিয়া মোর করি নিবেদন  
লুকায়ে রাখিব মনে ।

২১

তোমার কথা থাক্‌ব ভুলে  
যতই ভাবি মনে  
মনটা আমার ততই যেন  
তোমার পানেই টানে ।  
কাণে বাজে তোমার ভাষা  
প্রাণে জাগে তোমার আশা,  
সকল কথা ভুলে শুধু  
ভুবি তোমার গানে ।  
তোমার মায়ায় ভুলে শুধু  
ছুটি তোমার পানে ।

২৩

## অণুকণা

জানিনা তুমি কেমন ধারা  
ডেকে তোমার পাইনা সাড়া  
জানি না আমি ছুটি তবু  
কোন শকতির টানে  
যে পথে বাই প্রাণটা শুধু  
ফেরে তোমার পানে ।

২২

তুমি কোথায় কোথায় কোথায় বলে  
আমি কেঁদে মরি,  
কোথায় বসে শুন্ছ তুমি  
আমার দয়াল হরি ।  
অপরাধী বলে তুমি  
না কর যদি ক্ষমা,  
তবে কেন ভাবি তোমার  
দয়ার নাহি সীমা ।  
কোলে আমায় লওগো টেনে  
মুছায়ে' ধূলা কালি,

২৪:

## অনুকণা

পাপ অঁধারে দেও হে তোমার  
দিব্য জ্যোতি ঢালি,  
তোমার নামে তোমার ভাবে  
পুরাও আমার প্রাণ  
যুচাও প্রভো, তোমার আমার  
মারের ব্যবধান ।

## ২৩

যে জন পেয়েছে দরশন তব  
হয়েছে বুদ্ধি হারা  
তাইত তোমার স্বরূপ আকার  
বলিতে পারেনি তারা ।  
অব্যক্ত কেহ গিয়াছে কহিয়া  
কাহারও দুইটি ভাষা  
ইঙ্গিতে কিছু গিয়াছে দেখায়ে  
তাই মানবের আশা ।  
কল্পনা স্বপন পারেনা দেখাতে  
বিশাল বিরীট তুমি



## অণুবর্ণা

সে অজ্ঞাত জনে চাহি দরশন  
এমনি অবোধ আমি ।  
তবু প্রাণ মোর প্রবল উচ্ছ্বাসে  
তোমা পানে ছুটে যায়  
জানিনা চিনিনা দেখিনি তোমাতে  
তবুও তোমাতে চায় ।

## ২৪

জানাই আমি আমার কথা  
যায় কি তোমার কাণে ?  
প্রাণ যে আমার ব্যাকুল সদা  
একি তোমার টানে ?  
তোমার নামে থেকে আমি  
যাই যদি ভুল পথে  
তুলে কি তবে নেবে না তুমি  
তোমার স্বর্গ রথে ।  
তোমার নামে সঁপিব প্রাণ  
নাইক মম ভয় ।

## অনুকণা

লও বা না লও তুলে আমি  
ঘোষিব তোমার জয় ।  
তুমিই এই অকুল পাথার  
তুমিই তাহার কুল  
তুমি ছাড়া যে নাইক কিছু  
এই বুঝেছি স্থূল ।

## ২৫

আরতো হেথা থাকতে ভুলে  
চায়না আমার মন,  
চায়না সেতো ধূলা খেলা  
ছেড়ে যেন ভবের মেলা  
কোন অনন্তে ডুবে যেতে  
চায় সে অনুকণ ।  
কে যে আমায় কোথায় টানে  
ছুটতে চাহি তাহার পানে  
জানিনা কে কোথায় যেন  
করে আকর্ষণ ।

## অশুকনা

ব্যর্থ যেন লাগে আমার  
সকল আয়োজন  
নাহি পেয়ে পথের সারা  
হৃদয় যেন শান্তি হারা  
অবিরত জানায় তাহার  
মরম বেদন !  
কি স্রোতে যে ভাসাও মোরে  
ভেসে যাই যে তাহার জোরে  
কোন অকূলে ডুবে যাব  
ভেবে ব্যাকুল মন ।  
কোথায় তুমি দয়াল হরি  
দাঁড়াও আমার পথের প'রি  
তোমার নামে ভাসাই তরী  
কাটিয়া বাঁধন ।

২৬

হরি, তোমার চরণ স্মরণ করি  
দুর্ব্বহ জীবন মম ভবাবগ্বে দেবে পাড়ি ।



## অনুকণা

তোমায় যখন থাকি ছেড়ে  
অবসাদে আমার ঘেরে  
দুঃখ চিন্তা ত্রাসে মম জীবন তখন হয় যে ভারী  
তোমার নামের মোহন বলে তাইত তারে  
হালুকা করি ।  
প্রাণে আমার থাক প্রভু সদাই যেন স্মরণ রাখি  
বাহাই দিবে পারি নিতে চরণ রেণু শিরে মাখি ।

২৭

সাধন ভজন নাইক জানা  
এইটী শুধু জানি'  
তোমার নামে ডুবে থাকে  
আমার হৃদয় থানি,  
নাইক সেথা মলিনতা  
নাইক সেথা দুঃখ ব্যথা  
উজল আলোয় মলিন হৃদয়  
উঠায় যেন টানি  
কৃতার্থ হই শূন্যে গেলে  
একটী তোমার বাণী ।

২৯

## অনুকণা

কাজের মাঝে মনটা আমার  
ভোলে আপন কাজ  
প্রাণে যখন জেগে উঠ  
আমার বিশ্বরাজ  
দেখতে তবু পায়না অঁখি  
প্রাণে ব্যথা মানি  
আর রেখনা দূরে আমায়  
অন্ধে নিও টানি।

২৮

আমার মনের গোপন কথা  
সকলি জান তুমি  
তোমার কাছে গোপন কিবা  
রহে অন্তরবাসী  
মনের কোণে ছিল বাহা  
লুপ্ত অঁখির ঘোরে,  
আমি না দেখি জাগে তবু  
তোমার অঁখির পরে

৩০

## অণুকণা

অন্তঃকর্মে শোন তুমি  
মনের গুপ্ত কথা  
অন্তর্চক্ষে দেখ কিবা  
লুকান আছে তথা ।  
মনের কথা জেনে তুমি  
পুরাণ মম আশা  
পরাণ মম অবাক দেখে  
তোমার ভালবাসা ।

২৯

ওহে ভব কর্ণ ধার  
সেই আশাতে এসেছি নায়  
করবে ভব পার,  
বাইনে যেন পিছলে পড়ে  
যুগি পাকে না যাই ঘুরে,  
লক্ষ্য পথে যাব তোমার  
চরণ করি সার ।  
বাধা যেন দেয়না মোরে  
মোহ অন্ধকার ।



## অগুরুণা

সঙ্গী বারা আছে পথে  
যাব তাদের সাথে  
চলতে যদি না চায় কেহ  
নাম্বে না হয় পথে  
আমায় যেন নিও টেনে  
ফেলনা পথের ধার  
সেই আশাতে এসেছি নায়  
করবে ভব পার ।

## করুণার কণা

তব করুণার কণাটুকু যদি  
পরাণের মাঝে পাই  
অভাব বেদনা রহেনা আমার  
সকলি ভুলিয়া যাই ।  
কি পেয়েছি আর কি যে পাই নাই  
হিসাব তাহার সব ভুলে যাই  
মান অপমান দুঃখ বেদনার  
স্থান যেন আর নাই ।

## অনুকণা

কত যে গিয়াছে দুঃখ দীনতা  
কত শোক তাপ কত মলিনতা  
জাগেনা সে ছবি হৃদয়ে আগার  
সকলি ভুলিয়া যাই,  
কত বড় যেন হয়েছে পরাণ  
হীনতা, দীনতা নাহি পায় স্থান  
পূর্ণতা আনিয়া দেয় যেন প্রাণে  
বিমল আনন্দ পাই ।  
তুমি যদি থাক ছাড়িয়া আমার  
হারাইয়া যায় বিমল হৃদয়  
অবাক হইয়া খুঁজে পেতে দেখি  
সেই আগি আর নাই ।

## আহ্বান

পশিলে তোমার আহ্বান শ্রবণে  
যুমা'তে পারে না কেহ,  
ব্যাকুল হইয়া দ্রুত চলে যায়  
সংগি' প্রাণ মন দেহ,

## অনুকণা

রাজার তনয় হয়ে সর্বব্যাগী  
সন্মাস লইল বরি',  
সম্পদ গৌরব স্নেহ মমতায়  
রাখিতে নারিল বরি',

শ্রীচৈতন্য দেব ত্যজি' গৃহ স্থখ  
স্নেহমায়া পরিহরি  
তব অণুরাগী হয়ে সর্বব্যাগী  
প্রচার করিল হরি,

দিবানিশি ডাক আয় আয় আয়  
যার কানে পশে সেই ছুটে যায়  
সংসারের শত প্রলোভন তার  
শ্রবণ রোধিতে নারে

যাহারে তোমার করুণা অপার  
স্বচ্ছ হয় তার মোহ অন্ধকার  
শত আয়োজন পূর্ণ এ সংসার  
তারে কি ভুলাতে পারে ?

দ্রুত চলে যায় লক্ষ্য সাধিবারে  
ত্যজিয়া মমতা স্নেহ



## অনুকণা

হইয়া উন্নত তব সাধনায়  
হোকনা সংসার বড় স্তম্ভময়  
ধূলি মুষ্টি সম ছেড়ে চলে যায়  
আনন্দ স্থখের গেহ ।

## হরিনাম

হরিনাম এমনি মধুমাখা,  
আমার, নামের নেশায় পরাণ মাতায়  
যদি না দেও তুমি দেখা ।

এই নামটী বিপদ দুঃখে  
সদাই মানব সখা,  
সকল বিপদ হারে, এনাম  
প্রাণে যাহার মাখা,—

এই নামেতেই জানায় নরে  
তোমার তত্ত্ব কথা  
স্বপবিত্র করে প্রাণের  
ঘুচায় মলিনতা ।

## অগুণা

প্রাণে বাহার জেগে উঠে

নামের মহিমা

জগৎ মাঝে তাহার কিছু

নাইক কামনা ।

হৃদয় মাঝে বাহার সদা

এ নাম থাকে অঁকা

সে জন জানে এই হরি নাম

কেমন মধু মাখা ।

## শরণ

তোমাকেই আমি নিয়েছি শরণ

জেনেছি আপন জন

এধার ওধার দেখিতে চাহিয়া

সরে না আমার মন ।

তুমি যে রয়েছ সতত এ প্রাণে

সকলের আগে তুমি শোন কাণে

কার কাছে যাব জানাতে, আমার

কি তোমায় নিবেদন ।

## অগুনকনা

তোমার মতন এত কাছে কাছে  
জগৎ সংসারে কেবা মোর আছে  
যার কাছে যাই জানাইতে মন  
কত করি আয়োজন,

মনে বসে তুমি দেখ সদা মনে  
কত স্রোত বহে কেমন প্লাবনে,  
তব কাছে শুধু নাহিক জানাতে  
বাক্যের প্রয়োজন ।

বারে যাহা বলি শোনে শুধু কাণে  
তুমি দেখ সবি বসে প্রাণে প্রাণে  
বিক্ষিপ্ত হৃদয়ে সাস্তুনা প্রলেপে  
ভুলাও আমার মন ।

## পুরীতীর্থে

তীর্থকে তুমি হে মহাসাগর  
করেছ মহিমা ময়  
সর্বত্র বিরাজ করেন মহান্  
দেখে মোর মনে হয়,



## অনুকণা

আকাশ বথায় মিশেছে তোমাতে  
উঠাইতে চায় টেনে দুই হাতে  
সে দিগন্তে যেন নিরখি তাঁহার  
প্রভাব মহিমা ময় ।

শুভ্র ফেন রাশি করিয়া বিস্তার  
শত বাহু মেলি' ছাড়িয়া হৃদয়  
তীর পানে যবে ছুটে বার বার  
প্রকাশ যে তিনি তায় ।

তীরে বসি তব দেখি শত ধারা  
ছুটিছে উচ্ছ্বাসে বাধাবন্ধ হারা  
ডুবে যায় প্রাণ মহিমা নিরখি'  
বিস্ময়ে অবাক অঁখি ।

অনন্ত বিস্তৃত সমুখে বিপুল  
আদি অন্ত আর নাহি হেরি কুল  
কনক জ্বলিছে উষ্মি মাঝে যেন  
চাঁদের কিরণ মাখি'

## অণুকণা

যত দেখি আর ডুবে যায় প্রাণ

তত যেন মনে হয়

বিশ্ব নিয়ন্তার মহান্ আসন

বহু দূরে কভু নয়

কাঁদিছে সতত তাপিত মানব

এই উর্শ্বিবাহু মত

আয় কোলে আয় শত বাহু মেলি

ডাকিছেন অবিরত ।

## বড়

বড় হতে চায় সাধ যার মনে

তুমি যে সবার বড়

সেই বড় হয় তুমি যারে প্রভো

করুণা নয়নে হের,

তোমার প্রভাবে ডুবে যার মন

সবার সে পূজ্য হয়

ধন রত্ন তার লুট্যাঁলে চরণে

কামনা নাহিক রয় ।

## অনুকণা

সকলের বড় রাজা মহাধনী  
বড় বলে তায় মানে  
বড় হতে পারে জগৎ মাঝারে  
শুধুই তোমার দানে  
জগতে এমন নাহি কোন ধন  
বড় যে করিতে পারে,  
কাজালের বেশে অতি বড় ধনী  
সে দিন যাইবে ফিরে।  
সঙ্গের সাথী শুধু সেই দিন  
তুমি যদি কর কৃপা  
ধন যদি চায়, তোমার মতন  
কি ধন পাইবে কেবা।

## কি চায়

কি যে আমার চাহে এ প্রাণ  
বুঝি না তাহা আমি  
দেখিনি তারে মনটা আমার  
তবুও লয় টানি।



## অণুকণা

ভুলে যদি থাকি আমি  
 কে যে আমায় ডাকে,  
 যুগের ঘোরে তাহার ডাকে  
 উঠি আমি জেগে,  
 ব্যাকুল আমার হৃদয় সদা  
 যেন তাহার টানে,  
 মনটা যেন চায়না যেতে  
 খেলা ধুলার পানে,  
 দেখতে আমি পাইনা তাঁকে  
 জানি না রূপ তাঁর  
 অভাব তবু প্রাণে আমার  
 জাগায় হাহাকার,  
 যে করুণা মোহে মুগ্ধ  
 আমায় জাগায় ডাকি  
 পথ দেখাবে একদিন সে  
 মনে আশা রাখি ।  
 নয় তো আমায় জাগায়ে তোলা  
 সবই মিছে কথা ?  
 দয়াল প্রভু, আশা দিয়ে  
 দেবেন নাকি ব্যথা ।

## অনুকণা

### মনের কথা

মনের কথা বলতে গিয়ে  
পাইনা আমি ভাষা  
যতই বলি আমার কভু  
মেটে না যেন আশা ।  
মনটা আমার ব্যাকুল হয়ে  
বলেই যেতে চায়,  
যতই বলি একটা যদি  
পৌঁছে তোমার পায়,  
কোথায়, ওগো কত দূরে  
তোমার দেবালয়,  
কোথায় গিয়ে মনটা আমার  
হবে তোমাময়  
কোথায় গেলে শান্ত হব  
ডুবে তোমার মাঝে  
ব্যথা আমি পেয়েছি বলে  
ডেকে নেবে কাছে ।

## অণুকণা

না পাই যদি না হয় যদি  
    কেন আমি চাই,  
দিতে যদি না চাও তুমি  
    কেন ব্যথা পাই ।

## রোগ

তুমিই দিতেছ আনন্দ উল্লাস  
    রোগ শোক সেও বিধান তব  
চাও নাভো তুমি ডুবিয়া সংসারে  
    তোমায় আমরা ভুলিয়া র'ব ।  
তাই দ্বারে দ্বারে করি আগমন  
রোগ শোক রূপে দেও দরশন  
দেখাও সংসার মধুর ভীষণ  
    নহে আরামের স্থান  
শিকার তরে মানব জীবন  
তাই পদে পদে পরীক্ষা এমন  
দাবী তার শুধু নাহিক পাইতে  
    আনন্দ স্রুথের দান ।



## অগুনকণা

ব্যথা দিয়ে তুমি টেনে নাও কোলে  
দেখরে সম্ভান গিয়েছিলি ভুলে,  
আমি যে সতত আছি তোঁর কাছে  
দেই না থাকিতে ভুলে,  
সহজে যাহার না পশে শ্রবণ  
নানামতে আমি করি আয়োজন  
কশাঘাতে কারো জাগাই চेतন  
দেখিতে নয়ন খুলে ।

## রাজা

দাঁড়ায়েছি আজ চরণে তব  
রাজা অধিরাজ  
নাইক আমার ভয় ভাবনা  
নাইক কিছু লাজ ।

সকল বিপদ সকল ভয়ে  
তোমার মুখ যে রয়েছে চেয়ে  
পাইক সিগাই থাকুক ঘিরে  
কি ভয় আমার আজ ।

## অনুকণা

তুমি যে তাদের সবার প্রভু  
চিনেছি বিশ্বরাজ ।

সবাই এসে চরণ তলে  
নোয়ায় নিজ শির  
তুমি যে তাদের সবার বড়  
জেনেছি আমি স্থির,  
প্রতাপ যাহার থাকুক যত  
তোমার কাছে সবাই নত  
হিংসা ঘেঁষ মলিনতার  
নাইক সেথা স্থান  
ও চরণে সবাই এসে  
ভয়ে কম্পমান ।

জগৎ পিতার চরণ তলে  
দাঁড়িয়ে মনে হয়  
জগৎ জোড়া ভাই বোন যে  
পরতো কেহ নয় ।

কেহ শত্রু কেহ মিত্র  
আত্ম পর ভ্রম মাত্র

## অণুকণা

তোমার বিধান নির্দেশ তব  
লব শিরে ধরে  
তোমার নামে ভরসা রেখে  
যাব ভব পারে ।

## মন্দিরে

মন্দিরে যাই তোমায় হেরিতে  
সর্বত্র বিরাজ তুমি  
গ্রহ উপগ্রহ সাগর ভূধর  
সর্বত্র তোমার ভূমি ।  
দেখিতে যে জন পেয়েছে নয়ন  
কিছু আর তার নাহি প্রয়োজন  
সবার মাঝারে বিকাশ তোমার  
নয়নে তাহার জাগে ।  
তোমার মাঝারে রয়েছে মগন  
নাহি তার কোন ব্রত বা নিয়ম  
আবির্ভাব তব সর্বত্র বিরাজ  
দেখাইয়া দেও তাকে ।



## অগুনকনা

দেবালয়ে তুমি সাগরে অন্ধরে  
 কেহই তোমায় না রে বাঁধিবারে  
 নাহি জানি আমি কোথায় খুঁজিলে  
 দরশন তব মিলে,  
 শুনিয়াছি তুমি ভক্তের টানে  
 সতত বিরাজ থাক তার প্রাণে  
 দেও সেই ধন হৃদয়ে আমার  
 ধরা দিবে যার বলে ।

## তোমাকেই

তোমাকেই জানি যেন জন্ম জন্মান্তরে  
 বিরাজ রয়েছ তুমি দেখি সব কাজে,  
 দেখি বা না দেখি চোখে জাগিছে অন্তরে  
 সতত তোমার স্থিতি আছে মোর মাঝে,  
 জীবনের রবি তুমি, তুমি ধ্রুব তারা  
 সতত দেখিছে মোরে তব স্নেহ আঁধি  
 পাইব তোমার সেই করুণার ধারা  
 সাধনা জানিনা আমি তবু আশা রাখি ।

## অনুরূপা

উজল রহিও সদা মোর লক্ষ্যপথে  
তুমি যে আমার আছ এই আমি জানি,  
যথা যাই যথা থাকি তুমি আছ সাথে  
তব ভাকে চলি যেন তুমি নেবে টানি  
হাতে আমি করি কাজ মুখে গাই গান  
মনে হয় যেন তুমি শোন দিয়া কান ।

## ভাবি মনে

আপনার মনে থাকি আমি ভুলে  
কে যেন জাগারে মোরে  
অনাথ আতুর তাপিত ব্যথিত  
জাগায় আঁখির পরে  
কোন দিন আমি তুলি নাই হাত  
আপনারে লয়ে আছি দিন রাত  
অবোগ্য অক্ষম তবু ও আমায়  
কে যেন গভীর রাতে  
দেখায় সে দৃশ্য হয়েছে অধম  
ভিষ্কার ঝুলি হাতে ।

## অণুবর্ণনা

নাহি কোন জ্ঞান নাই মান্যমান  
 বোঝে না সংসারে কোথা তার স্থান  
 দ্বারে দ্বারে পায় কত অপমান  
 তবুও বুঝে না হিত ;  
 কাজ করিবারে মানব জীবন  
 কস্মৎ সংসারের রীত ।  
 শিখাতে তাদের কে লইবে ভার  
 কস্মের পথ সম্মুখে সবার  
 কর্তব্য পালনে গিলে ভগবান  
 মনুষ্যত্ব তার সনে,  
 নিতে শিখি নাই কোন কার্যভার  
 আমি শুধু ভাবি মনে ।

## আমি কিছু নই

নহি আমি শাক্ত বা বৈষ্ণব  
 বড় কিছু নাহি মোর জ্ঞান,  
 নহি আমি খ্রীষ্ট, ব্রহ্মজ্ঞানী  
 নহি আমি বৌদ্ধ, মুসলমান ।



## অনুকণা

যত কিছু আছে সম্প্রদায়  
আমি তার কেহ, কিছু নয় ।  
সকলেরে শ্রদ্ধা করি অতি,  
মহাপ্রাণ যত কেহ হয় ।  
ঈশা, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক,  
মহম্মদ, কৃষ্ণ আর রাম,  
সকলেরে পূজ্য বলে মানি  
যত কেহ দেবতা মহান ।  
সুমহান হিন্দু নাম ধরি  
পূজা করি এক ভগবান ।  
যত কেহ চারিধারে মোর  
করি আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান ।  
নাহি জানি চাহিনা জানিতে  
কত বড় কেবা শক্তিমান,  
কেবা ভক্ত কেবা ভগবান  
কোন স্বর্গে কার অবস্থান ।  
কত দূর এ ধরণী হ'তে  
স্বর্গ কিবা, কত বড় স্থান,  
সে খবরে নাহি কোন কাজ  
জানি মাত্র দেবতা মহান ।

## অনুকণা

নিয়েছি যে চরণে আশ্রয়  
 আমি আর চাহিনা জানিতে,  
 একমাত্র ভগবান মোর  
 রয়েছেন হৃদয় খানিতে ।  
 কোন দলে চাহিনা মিলিতে  
 নাহি হেরি এখার ওখার,  
 মম লক্ষ্য সদা আছে স্থির  
 সেই মহা দেবতা আমার ।  
 যত নাম যত সম্প্রদায়  
 যে নামে যে ডাকে ভগবান,  
 আমি ভাবি প্রভু সে আমারি  
 কারো সাথে নাহি ভেদ জ্ঞান ।

## হৃদিকে

হৃদিকে জীবন তরী ঘুরাও আমার,  
 সংসারে যখন ডুবি  
 মনে হয় ভুল সবি  
 কল্পনা স্বপন সম মনের বিকার ।

## অগুনকনা

সত্য বাহা দেখি চোখে,  
 মনশ্চক্ষে বাহা জাগে  
 তাই লয়ে ডুবে থাকি ভুলে চারিধার,  
 অলক্ষ্যের তরে মোর,  
 হেন ব্যাকুলতা ঘোর  
 হাসিবে সবাই, লাগে সরগ আমার ।  
 কত যে ভুলিতে চাই  
 কাজে আমি ডুবে যাই  
 কার কথা জেগে উঠে তবু বার বার ।  
 অন্য শ্রোতে ফেল যদি সব ভুলে যাই,  
 লাজ ভয় নাহি রয়  
 কেবলি পরাণময়  
 জাগে মোর তুমি হাড়া বড় কিছু নাই ।  
 বাহাতে রয়েছি ভুলে  
 সবি যেতে চাহি ফেলে  
 তোমাকেই খুঁজি আর ডুবে যেতে চাই ।  
 কাজ আমি করি হাতে  
 মন নাহি ডোবে তাতে  
 প্রাণের উচ্ছ্বাস শুধু তোমারে জানাই ।



## অনুকণা

আর কিছু নাহি পাই  
চরণে ঘুমাতে চাই  
সে আনন্দে যেন আগি নাহি পাই কুল ।  
চারিদিকে যাহা দেখি সবি যেন ভুল ।

## কোন পথ ভালো

মাঝে মাঝে ভাবি আমি কোন পথ ভালো  
যে পথ এসেছি ছেড়ে  
পড়ে' আছে কত দূরে  
পুরাতন পথ সে যে নাহি থাক্ আলো,  
তুমি যে এনেছ টেনে  
আমি তো আসিনি জেনে  
দেখিয়া নূতন পথ লেগেছে বিস্ময়,  
অজ্ঞাত কি স্রোতে যেন ডুবায় আমায় ।  
ধীর মনে লক্ষ্য পথে চলিবে যে জন,  
নাহি তার বিঘ্ন ভয়  
সমুখ আলোক ময়  
অনন্ত উন্নতি পথে করিবে গমন ।  
তবুও নূতন পথে শঙ্কা পায় মন ।

## অনুকণা

সমুখে টানিয়া লও না চাহি পশ্চাৎ,  
 তুমি যদি থাক দূরে  
 বেড়াব যে পথ যুরে  
 অথবা অতলে যাব ডুবে অকস্মাৎ ।  
 তুমি যে করেছ কৃপা  
 হেন দিতে পারে কেবা  
 দয়া করে যেন মোর ছাড়িওনা হাত,  
 চির দিন পাই যেন তব আশীর্বাদ ।

## ডেকেছিলে

জানি না কেমনে ডেকেছিলে তুমি পশেছিল ডাক কাণে,  
 ছুটে এসেছিছু আনন্দে মাতিয়া কত আশা লয়ে প্রাণে,  
 ভেবেছিছু তুমি দেবে হাতে তুলে  
 তব নাম লয়ে তাই ছিছু ভুলে,  
 আজি যে আমার অশক্ত হৃদয় বহিতে বেদনা ভার,  
 আশা পথ পানে রয়েছে চাহিয়া পুরিল না কিছু তার ।

## অনুকণা

এমনি করে কি বেদনা বহিয়া ফিরিব বিশ্বনাথ,  
খুলিবে না কি গো ছয়ার তোমার, আমার বিশ্বরাজ ।  
তোমারে ছয়ারে রয়েছি দাঁড়ায়ে  
তাও একবার দেখিবে না চেয়ে,  
এমনি করে কি থেকে অপেক্ষায় কেটে যাবে দিন গুলি,  
চিরদিন রব' আশা পথ চেয়ে তুমি র'বে মোরে ভুলি' ।

## আমার আশা

আশায় আমার দিন কেটে যায় চেয়ে রই শুধু পথ  
একদিন বুঝি কোন পথ হ'তে আসিবে প্রভুর রথ ।  
নাহি চিনি পথ তাকাইয়া থাকি  
চারিদিকে শুধু দেখে মোর আঁখি  
নাই, নাই, শুধু চারিদিকে দেখি বেদনার বোঝা বই ।  
গন বলে মোরে আসিবে গো তুমি, আশা করে আমি রই ।  
এমনি করে কি কেটে যাবে দিন আসিবে না তুমি কভু,  
চিনি নাই আমি দেখি নাই তাহা কোন পথ তব প্রভু ।  
শুনি তব ধ্বনি চারিদিকে দেখি, নয়ন শ্রবন সচকিত রাখি,



## অণুকণা

কভু শুনি যেন আহ্বান তব, কভু বা তোমার ধ্বনি,  
আশা করে থাকি দেখিবার তরে কাণে যেন কভু শুনি ।

এমনি করে কি কেটে যাবে দিন

পথ চেয়ে চেয়ে আয়ু হবে ক্ষীণ,

আসিবেনা তুমি তবে কেন মম আশা জাগে হেন প্রাণে,

এমনি করে কি নিরাশা লভিব ছুটে গিয়ে তব পানে ?

যাহা দিতে চাও তাই দিও মোরে ভুলিনা তবু ও যেন

দেও যদি কভু প্রার্থিত আমার অথবা বেদনা হেন,

তাই ল'য়ে তবু দিন কেটে যায়

না পেলে যে মোরে ঘেরে হতাশায়,

হারিয়েছি ব'লে হয় যেন মোর দুর্ব্বহ জীবন ভার,

আশা জাগাইয়া তাই আমি প্রাণে দূর করি অন্ধকার ।

তুমি যে রয়েছ সদা কাছে কাছে, দেখি বা না দেখি আমি,

দৃঢ়রূপে তাহা জাগায় অন্তরে দিও হে অন্তরযামী ।

আর আছে তব মধুময় নাম,

শান্তি দিতে প্রাণে আছে তব গান

তার বেশী আর ছুরাকাজ্ঞা যেন মুঞ্চ না করে চিতে

তব নাম গেয়ে পারি যেন আমি জীবন কাটা'য়ে দিতে ।

## নানা পথ

সকলের তরে এক পথ তুমি রাখ নাই ঠিক করে,  
 যে পথ বাহার, কস্ম তাহার সেই পথে লয় তারে ।  
 কেহ চায় শুধু তোমায় পূজিতে ভুলে আর চারিধার,  
 তোমাতে ডুবিয়া যে আনন্দ পায় ছাড়িতে চাহে না আর !  
 কেহ ভাবে মনে কত দুঃখী দীন কাঁদিতেছে অনিবার  
 ছুটে চলে বাই অগণ্য মানবে ঘুচাইতে দুঃখ ভার ।  
 তুমি যে রয়েছ অগণ্য প্রাণীতে এই ত তোমার সেবা  
 আর কিবা কাজ করিতে তোমার এ জগতে পারে কেবা ।  
 কেহ ভাবে মনে জ্ঞানময় তুমি, তোমার জ্ঞানের ধারা,  
 কত অজ্ঞজন ডুবিতেছে পাপে, তাহাতে হইয়া হারা ;  
 তার এক কণা তাহাদের প্রাণে পারি যদি বিলাইতে  
 পাবে ঠিক পথ উজ্জল আলোক জাগিবে তাদের চিতে ।  
 আলোক দেখিয়া অন্ধের মত কেন র'ব আঁখি মুদি,  
 অন্ধ নয়নে জ্ঞানের আলোক ছড়াইতে পারি যদি ।  
 যে কাজের তরে পাঠাও বাহারে তুমিই দেখাও পথ,  
 না বুঝিয়া মোরা বিজ্ঞের মত করি নানা অভিমত ।

## অনুকণা

### করুণা

তোমার করুণা অমিয়ার ধারা

মানবে রয়েছে ঘিরে,

রক্ষিছ মানবে দাঁড়ায়ে সতত

বিপদ সাগর তীরে ।

দেখি পদে পদে বাধা কত শত

দূর করিতেছ তুমি অবিরত,

নিতেছ সতত সরাইয়া যেন

বিপদ দুঃখ হতে ।

কত বিষ ভয় রহিয়াছে ঘিরে’

কত শত্রু যেন পদে পদে ফিরে,

সদা লাগে ভয় যাইব ভাসিয়া

কোন প্রতিকূল স্রোতে ।

সব ভয় হতে রাখিতেছ দূরে

অপার করুণা বলে,

যত দেখি আর মুগ্ধ হয়ে যাই

কি আর বলিব খুলে ।



অশুকনা

## আশিস্

দুঃখ বেদনা আশিস্ তোমার  
 জীবনের যত গ্লানি,  
 দুঃখ অনলে দহি হয় পূত  
 তোমাপানে লও টানি ;  
 স্বর্ণ যেমন অনলে দহিয়া  
 বিমল করিতে হয়,  
 পবিত্র করিতে দুঃখ তব দান  
 হোক না বেদনাময়।  
 শত উপদেশ শিখায় না বাহা  
 দুঃখ ব্যথায় ফেলে,  
 মুহূর্তের মাঝে সেই জ্ঞান তারে  
 দেয় যেন অবহেলে।  
 দেখি চারি ধারে বিধান তোমার  
 'বার্থ' তার কিছু নয়,  
 দুঃখ পেলে তবু মানবের মন  
 কাঁদিয়া আকুল হয়।

## অনুকণা

### অতি আপনার

অতি আপনার তুমি যে আমার  
তাই আমি থাকি দূরে,  
প্রাণে প্রাণে সদা রাখিয়া স্মরণ  
সংসারে বেড়াই ঘুরে ।

তব সাথে মোর হইলে মিলন  
তুচ্ছ হবে আর সকলি তখন,  
দিয়াছ আমার কর্তব্যের ভার  
সকলি রহিবে পড়ে ।

আপনার জন কত আপনার  
কিবা প্রয়োজন তাহা জানাবার,  
হৃদয়ে রাখিয়া চরণ তোমার  
তাইত বেড়াই ঘুরে !

যত দূরে যাই তুমি রও মাঝে  
নয়ন তোমার জাগে মোর কাছে,  
তুমি যে আমার কত আপনার  
বলিতে বচন হারে,  
এই পরিচয় দিতে পারি তব  
রয়েছ হৃদয় জুড়ে ।

## অনুকণা

### সংসার

দূর হতে যত দেখি মনে হয় মোর,  
এ সংসার সুখময় অতি,  
এ'র মাঝে ডুবে যদি দেখে খুঁজে পেতে  
পাবে তবে দুঃখ আর ভীতি ।  
পদে পদে জাগে ভয় কতই সংশয়  
পাড়ি দিতে ভব পারাবার,  
কত দুঃখ অপমান রয়েছে সঞ্চিত  
কত দৈন্য কত হাহাকার ।  
ঈর্ষা ঘেব, অহঙ্কার ভ্রমে চারিধার  
স্নেহ, প্রীতি, কপটতাময়  
হারাইয়া যায় যেন সকল সম্বল  
শুভ্র শান্ত বিমল হৃদয় ।  
শোক তাপ জীর্ণ প্রাণে বেদনার ভারে  
ভেঙ্গে দেয় নিষ্ঠুর সংসার,  
চরণে অভয় মাগি হইয়া হতাশ,  
চারিদিকে দেখি অত্যাচার ।



## অনুকণা

### ভুল

আমি, এই দেহটার ভরসা রেখে  
সদাই করি ভুল,  
এই যে আমার মলিন দেহ  
তারেই করি কত স্নেহ  
ভাবি মনে দেহটা আমার  
কতই কাজের মূল,  
সুস্থ যখন থাকে দেহ  
ভাঙ্গে না তো আমার মোহ  
দেহটারে আমার ভেবে  
উল্লাসে আকুল ।  
সকল কর্মে ধ্যানে জ্ঞানে  
ভরসা রাখি দেহের পানে  
দেহটা তবু কাজের বেলা  
ভাঙ্গে আমার ভুল ।  
তুমি যে সদা থেকে মাঝে  
দেহটা আমার লাগাও কাজে,

## অনুকণা

তবুও আমি ভুলেই থাকি  
তুমি যে দেহের মূল ।  
জীবন মম সফল করে  
তোমার পায়ের ধূল ।

## একা

সবাই যদি যায় গো ছেড়ে, নইক আমি একা  
ডাক্তে পারি পরাণ খুলে তোমার পাব দেখা,  
আমার বলে যারা আছে  
না যদি থাকে আমার কাছে,  
নিত্য কালের স্নহদ তুমি, আমার হৃদয় সখা  
কৃপা করে জানাও যারে রয়না কভু একা ।  
তবুও আমি মোহের ঘোরে  
তোমায় ছেড়ে বাইগো দূরে,  
দুঃখ পেলে তখন স্মরি, তোমার যাচি দেখা,  
মুছায়ে সকল মলিনতা,  
দূর কর মোর সকল ব্যথা  
নিত্য কালের স্নহদ তুমি আমার হৃদয় সখা ।

## অনুকণা

### সম্মুখে

তুমি, দাঁড়ারে আমার সম্মুখে  
আমি, মোহের অঁধারে আবরি' নয়ন,  
দেখিতে পাই না তোমাকে ।  
অন্ধের মত শুধু হাতাড়িয়া  
আশে পাশে মরি খুঁজিয়া,  
তুমি যে বিরাজ রয়েছ হৃদয়ে  
দেখিতে পাই না ডুবিয়া,  
বাহিরে যে খুঁজি তোমায় দেবতা,  
জানাও আমায় তোমার বারতা  
কি বলে ডাকিলে তুমি কও কথা,  
দয়াময় হরি, ভগবান,  
যুগে যুগে তুমি করেছ উদ্ধার  
পাপী তাপী কত সংখ্যা নাহি তার,  
যত ছোট হই আছে অধিকার  
পাইতে করুণা দান ।



## অনুকণা

### ভরসায়

নিশি দিন থাকি তব ভরসায়  
দেখা দেও তুমি কই  
তোমাতে রাখিয়া ভরসা অপার  
নিরাশার বোঝা বই ।  
দেখি দিবা নিশি করুণা তোমার  
আরো প্রাণ মোর চায়  
যদি কিছু তারে দেও হেন ধন  
কভু না ভুলিয়া যায় ।  
প্রাণ মাঝে কভু হেরি আগমন  
কভু ভাবি ভ্রান্ত হই  
ভাঙ্গিলে সে ঘোর খুঁজে মরি আমি  
দেখি নাই, তুমি নাই ।  
আমি চাহি দেব নয়নে হেরিতে  
চাহি তব বাণী শ্রবণে শুনিতে  
না পেয়ে বেদনা পাই,  
দুরাশা আমার ক্ষম ভগবান  
এই টুকু তুমি কর মোরে দান  
তব নামে ডুবে যাই ।

## অনুকণা

### অজ্ঞানে ডুবে থাকি

জ্ঞানের ভাণ্ডার বিশাল ধরায়, অজ্ঞানে ডুবিয়া থাকি,  
 কতখানি ছোট হয়েছি আমরা দেখিতে পাওনা তা কি ?  
 অধম অন্ধম হ'য়ে আছি অতি, জগতের পাই স্বর্ণা  
 আমাদেরও মাঝে কত শক্তি আছে, হয়ে আছি তবু দীন।  
 শেখার জ্ঞানার কত আছে ভবে, আমরা অন্ধের মত  
 আঁধার কুটিরে কাটাই দিবস এমনি ভাগ্য হত ।  
 অজ্ঞানতা আঁখি রেখেছে ঢাকিয়া, দেখিনা জ্ঞানের আলো  
 তাইত শক্তি নাহিক মোদের চিনিতে যে পথ ভালো ।  
 অন্ধ পারে না ঠিক পথে যেতে অন্ধের হাত ধরে,  
 'জ্ঞানালোক দেও' তাই তোমাদের ডেকে বলি বারেকারে ।  
 মানুষ হইয়া দুনিয়ার মাঝে রহিব এমনি হীন  
 ছোট করে রাখ, তাই আমাদের শক্তি হয়েছে লীন ।  
 আমরাও পারি তোমাদের মত ভ্রমিতে আলোক মাঝে  
 উচ্চ আশার নিতে পারি ভার সকল মহৎ কাজে ।  
 দ্বার খুলি দেও উচ্চ জ্ঞানের, পশিবে বিমল আলো  
 কোণ টুকু শুধু খুলে রাখ যদি আঁধার ঘোচে না ভাল ।



## অণুকণা

অল্প আলোকে ধাঁধায়ে নয়ন অঁধারে ডুবিবে প্রাণ  
 বলিবে নারীর বাড়ে অহঙ্কার শিক্কার রাখে না মান ।  
 হীনতা তোমরা দিয়েছ মোদের যুচাইতে তাই হ'বে,  
 ঘরের ভিতর রাখিয়া অঁধার, আলোক কে পায় কবে ।  
 বাহিরের আলো যুচাবে না কভু গৃহের তমসা ঘোর  
 জ্বালালে আলোক প্রতি ঘরে ঘরে অঁধার হইবে ভোর ।  
 সারা ধরণীতে জ্বলিছে আলোক, অজ্ঞান অঁধার কূপে  
 অন্ধ ভিখারী হয়ে হেন দীন তোমরা রয়েছ ডুবে ।  
 খুলে দাও দ্বার, যুচুক অঁধার, মানুষের কর কাজ,  
 মানুষ বলিয়া দেও পরিচয় যুচে যাবে সব লাজ ।  
 না হলে জগতে আমাদের হেন অঁধারে রাখিবে যত,  
 কৃপা পাত্র হয়ে রহিবে তোমরা এই আমাদের মত ।

## ধর্ম প্রবর্তকদের প্রতি

মাতৃগর্ভে লভিয়া জনম  
 মাতৃসুত্তে পুষ্ট করি দেহ,  
 সযতনে হইয়া বদ্ধিত  
 পেয়ে কত আশীর্ব্বাদ স্নেহ,



## অগুরুণা

ধর্ম পথে হয়ে অগ্রসর  
 শিক্ষা দিলে মানব সকলে,  
 ভুলিতে সে জননী জাতির  
 অস্তিত্ব যে আছে ধরাতলে ।  
 পশু পাখী মৃত্তিকা প্রসূর  
 শুদ্ধাশুদ্ধ দ্রব্য আছে যত,  
 যারা হেন চিরহিতার্থিনী  
 সব চেয়ে ভেবেছ স্থনিত ।  
 চাও তার অস্তিত্ব ভুলিতে  
 সেও যে সে বিধাতার দান,  
 মানবের অর্ধ তবু নারী  
 প্রকৃতির এমনি বিধান ।  
 মলিনতা পোষিয়া অন্তরে  
 বাহিরেতে চেয়ে ছিলে শুচি  
 যত কিছু পেয়েছিলে জ্ঞান  
 দিতে তারে নাহি হ'ল রুচি ।  
 এক সঙ্গে চলিবে যা'দের  
 জ্ঞান, কর্ম লয়ে ভাগ করে,  
 তাহাদের রেখেছিলে দূরে  
 মত্ত হয়ে আত্ম অহঙ্কারে ।

## অনুকণা

যত তারে চেয়েছ এড়াতে  
 তবু সে যে সংসারের আধা  
 না পশিলে বিজন বিপিনে  
 নয়নের ঘোচেনা সে বাধা ।  
 তবু তারা জননী, ভগিনী  
 তোমাদের গৃহিনী, দুহিতা,  
 তাহাদের অজ্ঞানে ডুবায়ে  
 বাড়ায়েছ শুধু অজ্ঞানতা ।  
 ধর্ম জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা পুরাতে  
 ব্রত কথা করিলে সঞ্চিত  
 জ্ঞান আলো পেয়েছিলে নাকি  
 তাহাদের করিলে বঞ্চিত ।  
 তুচ্ছ করে রাখিয়া আড়ালে  
 বাড়ায়েছ অজ্ঞান অঁধার  
 তাহাদের দিতে যদি আলো  
 জ্যোতির্ময় হইত সংসার ।  
 দেখাইতে কর্তব্যের পথ  
 মানবের লক্ষ্য ভগবান ।  
 জ্ঞানে ধর্ম হইয়া উন্নত  
 হোত জাতি মহাবলীমান ।

## অণুকণা

অজ্ঞানতা আবর্তে ডুবায়ে  
 করিয়াছ শুধু অপমান,  
 তাহারাও পেলে অধিকার  
 মানবেরে বিলাইত জ্ঞান।  
 তাহাদের করিয়া বঞ্চিত  
 তোমরাও জড়ায়েছ জালে,  
 চেয়েছিলে জ্ঞান লভিবারে  
 বেঁধেছে সে অজ্ঞান শৃঙ্খলে।  
 সঙ্কীর্ণতা করি পরিহার  
 মানবের চাহিলে কল্যাণ  
 কত তায় ফলিত স্তফল  
 পেয়েছিলে যেই সত্য জ্ঞান।  
 চেয়ে ছিলে নিজে বড় হতে  
 নাহি মেনে বিধির বিধান  
 তাই জাতি পতিত এমন  
 ভুলে নাহি র'ন ভগবান।



## মানুষ হও

একটা একটা করে ছেড়ে দিয়ে নিজ অধিকার  
 সাহস ভরসা বল আপনার কিছু নাহি আর ।  
 সাঁপিয়া দিয়াছি নিজ মতামত রাখি নাই মান,  
 হীন করে রাখিয়াছি তার মাঝে আপনার স্থান ।  
 কত শ্রম কত সেবা বিনিময়ে পাই যদি স্থগা,  
 বলিতে ভরসা নাই, রাখিয়াছি হয়ে অতি দীনা ।  
 ক্ষুদ্র জন সেও যদি করে যায় বহু অপমান,  
 অদৃষ্ট ভাবিয়া মনে সহি' সব হয়ে থাকি লান ।  
 ভয়ে কিম্বা স্নেহ ভরে একে একে সব ক'রে দান  
 চির সহিষ্ণুতা বহি' লইতেছি শুধু অপমান ।  
 অশিক্ষায় আমাদের রাখিয়াছে অন্ধ জড়প্রায়  
 অপমান নির্যাতন সহিয়াছি কত পায় পায় ।  
 মানুষের শক্তি পেয়ে সে শক্তির করি অপমান  
 অজ্ঞান ঐশ্ব্যে ডুবে হয়ে আছি এতদূর লান ।  
 নিরীহ প্রাণীর তরে এ ধরায় কোন স্থান নাই  
 কেড়ে নেবে যেই জন এ সংসারে পায় উচ্চ ঠাঁই ।  
 হস্ত পদ সব পেয়ে শক্তি পেয়ে মানুষের মত  
 দিবা নিশি জড়প্রায় থাকি মোরা মোহ নিদ্রাগত ।

## অনুকণা

স্থান করে নিতে হবে বিশ্বমাতা আপনার বলে  
কেহই দিবে না কিছু শুধু শুধু করুণা মাগিলে ।  
করুণা প্রার্থনা ছেড়ে কারো কাছে না করে' নির্ভর  
মানুষ হ'বার তরে কর সবে পণ দৃঢ়তর ।

## বাংলাদেশের মেয়ে

বাংলা দেশের মেয়ে তোরা নয়কো কভু হীন,  
অজ্ঞানতায় সব হারায়ে হয়েছ আজি দীন,  
তোমরা যদি দাঁড়াও উঠে, বাধা বিঘ্ন বাবে ছুটে ;  
সকল দেশে নবীন আলো জ্বলছে বিপুল জোরে  
তোমরাই কি র'বে প'ড়ে এমন আঁধার ঘোরে ?  
নয়কো তোরা অধম কভু নয়কো শক্তিকীর্ণ  
হীনতা তোদের দিয়েছে বলে বাঙ্গালী আজি হীন ।  
অজ্ঞানতা ফেলি দূরে জেগে উঠ নবীন জোরে,  
উঠবে জেগে মৃত জাতি হয়েছে যারা দীন  
অজ্ঞানতায় করেছে আজি তোদের শক্তি লীন ।  
দেখেছি আমি বৃন্দাবনে এই বাঙ্গালার মেয়ে  
অধম হয়ে ঘুরছে পথে, ভিক্ষা বুলি লয়ে,



## অণুকণা

যাত্রীদের আগে পাছে, ফেরে তারা ভিক্ষা যেচে  
 স্তম্ভর তীর্থ ধামে হেরি তাদের কদাচার,  
 ভিন্ন দেশী ভাবে মনে বাঙ্গালী কি ছার ।  
 ছোট করে রেখেছে তাদের তোলেনা হাত ধরে  
 ভাবেনা মনে আপন এরা বাঙ্গালী নাম ধরে ।  
 নাড়োয়ারী এক মহাপ্রাণ, করায়ে তাদের নাম গান  
 ভিক্ষা বন্ধ করে তাদের করেন অন্নদান,  
 একটা আঙ্গুল তোলেনা এরা ভাবেনা অপমান ।  
 তোরা যদি জেগে উঠে ভাবিস্ দেশের কথা  
 জাগবে চোখে ছোট বড় কতই লোকের ব্যথা ।

জাগবে চোখে অজ্ঞানতা

করেছে ছোট তাদের মাথা,

জাগবে চোখে দেশের দশা দৈন্য দুঃখ তার  
 তোরা ও তবে হাত বাড়াবি নিতে কাজের ভার ।  
 তোরা যদি জেগে উঠে নিস্ কাজের ভার  
 জাগবে চোখে সকল ব্যথা অভাব হাহাকার,  
 অজ্ঞানতায় রয়েছ ডুবে, শুধু আপন স্বার্থ কূপে  
 মানুষ হয়ে জ্ঞানের পথে হও আগুসার  
 বাঙ্গালী তবে ফিরে পাবে মনুষ্যত্ব তার ।



## অনুকণা

### জিজ্ঞাসা

মানবেরে চালাও আপনি, চলিতেছে নিদেশে তোমার  
 তুমি আছ সদা সব কাজে, এই কথা শুনি অনিবার ।  
 তবে কেন পাপ তাপ রহে, দোষ গুণ কেন রহে কাজে,  
 তুমি যদি করাও আপনি, আছ যদি সকলের মাঝে ।  
 সৎকাজে প্রেরণা তোমার, অসৎ ও কেন বলবান  
 তুমি যদি চালাও মানবে, সদসৎ কেন করে জ্ঞান ?  
 দুঃখ যদি প্রায়শ্চিত্ত হয়, দেও যারে দুঃখ বহুতর  
 তাতে ও কি মুছে না সে দাগ, হয় নাকি পবিত্র অন্তর ?  
 যে জাতির পূর্ব পিতৃগণ, করে ছিল কোন অপরাধ  
 দুঃখ পেয়ে সহস্র বৎসর মুছে না কি সে ভ্রম প্রমাদ,  
 আর তারা হবে না উন্নত, ডুবে যাবে অতলে ভীষণ ?  
 তারা নাকি ছিল মহাজাতি সুপবিত্র উন্নত জীবন ।  
 বার বার এসে নাকি তুমি তাহাদের দিলে ধর্ম জ্ঞান  
 চিরদিন রহিবে পতিত এই নাকি সে শিক্ষার মান ?  
 কত যারা ছিল ধর্ম প্রাণ জ্ঞানে গুণে মহাশক্তিমান  
 এতদূর হইল পতিত, অজ্ঞানতা নিল শীর্ষস্থান ।

## অগুরুণা

উঠিবার নাহিক ক্ষমতা, আরো যেন ডুবিছে ভীষণ  
দুঃখ দৈন্ত্য ভ্রমে চারিধারে অন্নাভাবে করিছে ক্রন্দন ।  
কর্ম হীন বহু নর নারী, কত দুঃখে কাটে তার দিন  
কর্ম্মে তবু নাহি হয় রুচি, ভিক্ষা মাগে হয়ে লজ্জাহীন ।  
পুঞ্জিভূত অজ্ঞানতা হ'তে করিবেনা তাদের উদ্ধার,  
এ জাতি কি এমনি রহিবে মানুষ কি নাহি হবে আর ?

## ভুল পথ

দরিদ্রের তুমি ভগবান  
তুমি দেব অনাথের নাথ,  
অভাগা বা হোক ভাগ্যবান  
হেলা নাহি করে তব হাত ।  
অহমিকা শিখরে বসিয়া  
অপরেরে করে তৃণ জ্ঞান,  
ন্যায় দণ্ড উত্তত তোমার .  
ক্ষমা নাহি পায় তার প্রাণ ।

## অনুকণা

তুমি যারে দিয়াছ চিনায়ে  
 'ছোট' কেহ তার কাছে নাই,  
 দীন দুঃখী অবজ্ঞেয় জন  
 তার কাছে প্রিয়তম ভাই ।  
 সে করুণা লভেনি' যে জন  
 বাহিরের শুধু আড়ম্বর,  
 শুদ্ধাশুদ্ধ ভেদের বিচারে  
 সদা তার পূর্ণিত অন্তর ।  
 দেখে না সে উজল আলোক  
 যায় শুধু অন্ধকারে ডুবে,  
 আপনারে বড় করে যত  
 অপমান আসে নানারূপে ।  
 চারিদিকে জড়াইয়া জালে  
 চেয়ে দেখে আপনার পানে,  
 কপটতা ঘিরে চারিধার  
 নাহি দেখে পথ কোন খানে



## ভুলে গিয়েছিলে

ভুলে গিয়েছিলে বহুদিন হ'তে  
 এ কথাটি অতি সোজা,  
 ক্ষমতা যাদের ছোট কভু নয়  
 তাদের করেছ বোঝা ।  
 জাগিলে তাহারা হইবে প্রলয়  
 বিপরীত শ্রোত ব'বে,  
 শ্রমজীবী যারা কৰ্ম্মক্ষম অতি  
 ছোট হয়ে কেন র'বে ।  
 ভুলেছিল তারা শক্তি আপন  
 মানব সম্ভান তারা,  
 পায় নাই তারা নবীন আলোক  
 মানিত পুরানো ধারা ।  
 স্বেযোগে তোমরা সব কেড়ে নিয়ে  
 রাখিয়াছ করে হীন  
 আপনারে তারা চিনিবে ; এমনি  
 নাহি র'বে চিরদিন ।

## অণুকণা

পাইলে নবীন জ্ঞানের আলোক  
 ভাঙ্গিয়া বাইবে ঘুম,  
 তাহাদেরও মাঝে জাগিয়া উঠিবে  
 মানুষ হবার ধুম,  
 মানিবেনা তারা জাতি তার ছোট ;  
 দাবী মানুষের মত  
 স্বার্থে ডুবে থেকে নাহি দেও যদি  
 কেড়ে লবে অবিরত ।  
 বহুদিন হতে বহু নির্যাতনে  
 দিয়াছ যাদের ব্যথা,  
 উদার হৃদয়ে টেনে লও কোলে  
 ভুলে যাবে সব কথা ।  
 বাধা দেও যদি উঠিবে রুষিয়া  
 'মানব সন্তান মোরা  
 মানুষ হইব, দিব সরাইয়া  
 বাধা আছে পথে বারা ।'

## কারলী গুহা

চলে গেছে যুগ যুগান্তর  
কতকাল নাহি জানে কেহ,  
সাধু ভক্ত পরমার্থ লোভে  
এসেছিল ছাড়ি' মায়া স্নেহ ।  
গিরি শৃঙ্গে খোদিয়া গহ্বর  
বহুদূর লোকালয় হ'তে  
নিরজনে ধ্যান তপস্যায়  
রহিতেন সাধনায় মেতে ।  
ছাড়ি' সব বিলাস বিভব  
ত্যজি' নিজ সুখময় গেহ,  
কত সব প্রাণে ব্যথা দিয়ে  
তুচ্ছ করি আপনার দেহ ।  
কি যে হেন ছিল আকর্ষণ  
এনেছিল এত দূর হ'তে  
সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া  
এ গুহায় এই তপঃব্রতে ।



## অগুনকণা

নাহি ছিল অশন বসন  
 ভিক্ষাঅন্নে মিটাইত ক্ষুধা,  
 রহিয়া এ আঁধার গহ্বরে  
 ছেড়েছিল সুন্দর বস্ত্রধা ।  
 সাধিল এ দুস্তর সাধনা  
 নাম তার রহিল না পিছু  
 কি যে তারা পেয়েছিল ধন  
 কেহ তার জানিল না কিছু ।  
 চিহ্ন তার থাকিত না আজি  
 ডুবে যেত বিশ্ব্তির নীরে  
 জানিত না কেহ কিছু তার  
 না থাকিলে শিলার অক্ষরে ।  
 স্মৃতি তাই বহু যত্নে গিরি  
 রাখিয়াছে আপনার বুকে,  
 নহে তো এ মহত্ত্ব তাদের  
 জাগিত না মানবের চোখে ।  
 জানিল না আকাশ বাতাস  
 সর্ব্ব ত্যাগি তপস্বী এমন,  
 পুরিল কি আকাঙ্ক্ষা তাদের  
 পাইল কি দিয়াছে যেমন ?

## অনুকণা

আমি ভাবি সাধনা তাদের  
গুপ্ত থাক মানব নয়ন ।  
তাঁর চোখে এড়ায় না কিছু  
সব ক্ষতি করেন পুরণ ।

## বৃদ্ধ

শেষ প্রান্তে দাঁড়ায়েছি এসে  
জীবনের শেষ নাকি এই ?  
মিশে যাব কালসিন্ধু নীরে,  
সেথা হ'তে কেহ ফেরে নাই ?  
কত প্রিয় এ ধরণী মোর  
মনে হয় চির বাসস্থান,  
কতদিন আসিয়া জগতে  
ভ্রমিতেছি নাহি তাহা জ্ঞান ।  
কোনদিন অতি শিশুরূপে  
মাতৃকোড়ে আসিয়াছি কবে,  
তাহা মোর কিছু নাহি জ্ঞান  
পিতা, মাতা ছেড়ে গেছে সবে,

## অনুকণা

ছেড়ে গেছে আত্মীয় স্বজন  
গেছে শোক সিন্ধুস্রোত মত,  
বেলা ভূমি করি আকর্ষণ  
আপনারে রেখেছি অক্ষত ।

কত দুঃখ কত ঝঙ্কাবাত  
বহিয়াছি বেদনার ভার,  
কভু মনে হয়নি বাসনা  
ছেড়ে যাব অনিত্য সংসার ।

কতবার কত সুখ দুঃখে  
কাটায়েছি তোর স্নেহ কোলে  
তুই নাকি জগৎ জননী  
আজ মোরে ছুঁড়ে দিবি ফেলে ।

কোথা তুমি হে পরম পিতা  
পাই নাই তাহার সন্ধান  
ভেবেছিছু রহিব ভুলিয়া  
এই মোর চির বাসস্থান ।



অণুবর্ণ

## সন্ধ্যাসী

যে জন সাধক শ্রেষ্ঠ কি জীবন তার,  
নাহি যার মায়া মোহ  
নাহিক আপন গেহ  
বিশাল দুনিয়া ঘর যার আপনার,  
বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা  
ছাড়িয়া গৃহের কারা  
ছুটে যার প্রেম ধারা মহা পারাবার  
আপনার কেহ নাই  
নর নারী বোন ভাই  
গৃহ এ বিস্তৃত ধরা, ব্যোম ছাত যার ।  
বৃক্ষ পত্র চন্দ্রাতপ  
দূর করে বর্ষাতপ  
গিরিগুহা মনোরম ধাম সাধনার ।  
সতত প্রসন্ন আঁখি  
করুণা অমিয় মাখি,  
ব্যাকুল মানব দুঃখ দূর করিবার ।

## অগুনকণা

ব্যাকুল ষাঁহার মন  
খুঁজে সে পরম ধন,  
সঁপিয়া চরণ তলে চিত্ত আপনার,  
জয় করি ক্ষুধা তৃষা  
দূর করি বেশ ভূষা  
নাহি যার সুখ দুঃখ সদা নির্বিবকার ।  
লভিয়া মানব প্রাণ  
ডুবে থাকে ভগবান  
অবারিত শক্তি লভি ক্ষুদ্র নাহি আর ।  
তবুও সে আপনারে  
জানাতে চাহে না কারে  
সন্ধান মানব অঁখি ভাগ্যে পায় যার,  
সে মহা মানবে সদা করি নমস্কার ।

## করুণা

অনেক করুণা প্রভে  
আমারে করেছ দান  
অযোগ্য অধম জনে  
দিয়েছ চরণে স্থান ।

## অনুকণা

আমার মহৎ আশা  
হৃদয়ে বেঁধেছে বাসা  
সেও তো তোমারি দান  
লাজ মোর কিছু নাই ।

এসেছি তোমার কাছে  
আমার কি আর আছে  
তুমি দেও তাই আমি  
করুণার গান গাই ।

তুমি রাখ পদতলে  
তাই থাকি সব ভুলে  
তুমি যদি দাও মোরে  
জুড়ায় আমার প্রাণ,  
বাহা কিছু পাই আমি  
সকলি তোমারি দান ।



## অনুকণা

### দেওনা ধরা

সতত থাকিব চরণে তোমার  
তুমি তো দেওনা ধরা  
কর্তব্য আমার হেরি চারি ধার  
কেমনে হইব হারা ।  
বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, কত মহত্তম  
কীটাপু অধম আমি,  
ক্ষমতা আমার কত ক্ষুদ্রতর  
জানিছ অন্তরবাসী ।  
নাহি চিনি পথ শৈশব হইতে  
চলেছি কর্তব্য পথে,  
কর্তব্য পালিতে মানব জীবন  
শিখেছি নু জ্ঞানমতে,  
দিয়াছ যে ভার করিব উদ্ধার  
জীবনের কাজ মম,  
প্রভুকে তুষিয়া সুপ্রসাদ লভে  
স্ববোধ ভূত্যের সম ।

## অনুকণা

আজি কেহ বলে তুমি ছাড়া নাকি  
 কর্তব্য নাহিক কিছু,  
 তবে কেন হেরি দায়ীত্ব আমার  
 রহিয়াছে আগুপিছু ।

## রিক্ত হস্তে

ভেবেছিঁনু রিক্ত হস্তে ফিরিব এবার,  
 কিন্তু অফুরন্ত সদা তোমার ভাণ্ডার  
 মুক্ত হস্তে দেও দীনে, সীমা নাহি তার  
 বহু গুণ হয় তাহা আশা আকাঙ্ক্ষার ।  
 ফিরিব লইয়া দ্রুত করিয়া সঞ্চয়  
 এখন ব্যাকুল আমি লুণ্ঠিবার তরে,  
 কি পেয়েছি দেখিবার নাহিক সময়  
 মিলায়ে দেখিব সব ফিরে গিয়ে ঘরে ।  
 বড় আশা করেছিঁনু আশঙ্কার ঘোর  
 জাগাইত মাঝে মাঝে নিরাশা ভীষণ  
 তুমি যে ব্যাকুল আশা পুরাইতে মোর  
 কোথা আর আছে মম বান্ধব এমন  
 তব নামে কিছু কভু হয় না বিফল  
 ফলদাতা তুমি মোর হে সর্ববমঙ্গল ।

## অশুকনা

### জানার আশা

জানার আশায় গিয়েছি  
দেশ বিদেশে কত,  
জানতে কিছু পেলাম না তো  
শুধুই আশা হত ।

চেয়ে আছি পথের পানে  
আসবে তুমি আমার টানে  
দেখব তোমায় সহজ রূপে,  
থামবে না পথমাঝে ।

আমি যে ভাবি নহেক দূরে  
রয়েছ সদা হৃদয় জুড়ে  
যুচলে মাঝের যবনিকা  
দেখব বিশ্বরাজ ।

ভ্রান্তি আমার সকলি নাকি  
আমায় তুমি দেবে ফাঁকি,  
পথ যে তোমার কঠিন অতি  
সবাই মোরে কয় ।



## অনুকণা

আকাঙ্ক্ষা কি সবই বৃথা  
শুন্বে নাকো আমার কথা  
আমি যে ভাবি সকলি তুমি  
শুন্ছ দয়াময় ।

চুপে চুপে আসবে তুমি  
আমার মনে হয়,  
প্রাণে প্রাণে থাক তুমি  
দূরে কভু নয় ।

## মিলন

তোমার আমার মিলনের মাঝে  
নাহি ভাবি কারো প্রয়োজন,  
আমি ডাকি আর তুমি শোন কানে  
এই শুধু মোর আয়োজন,  
এত তুমি দেখিছ শুনিছ  
অন্ধ কিবা কালা তুমি নও,  
যুম ঘোর নাই তব চোখে  
সদা তুমি জাগরিত রও ।

## অণুকণা

তুমি মোর দেখিছ হৃদয়  
তুমি মোর জানিছ সকলি,  
অন্ধকার ঘুচাব কোথায়  
তুমি যদি না এস উজ্জলি ।  
কেটে যাক্ জন্ম জন্মান্তর  
তাতে মোর ক্লোভ কিছু নাই  
যোগ্যতা যখন মম হবে  
যেন তব দরশন পাই ।

## বাসনা

আমার প্রভো এই বাসনা  
সদাই যেন সুখে দুখে  
আনন্দ বা ব্যথা মেখে  
সবার মাঝে সকল কাজে  
নামটী আমার লয় রসনা ।  
স্বরূপ তোমার কেমন তর  
মহান্ তুমি কতই বড়  
কোথায় তোমার দরশ মিলে  
সে সব আমার নাইক জানা,

## অণুকণা

যখন যাহা মনে আসে  
বলব ছুটে তোমার পাশে  
মনের ব্যথা ঢালতে আমায়  
করবে নাতো কেহই মানা,  
না পাই যদি তব দেখা  
নামটী শুধু মধুমাখা  
স্মরণ করি দিবা নিশি  
যুচে যাবে সব বেদনা ।

## কোথা

জানিনা আমি ছিলাম কোথা  
কোন অজানা পুরে,  
পরিচিত এ গৃহ হ'তে  
কতই সে যে দূরে,  
জানি না তার আদি অন্ত  
এসেছি কোথা হ'তে  
যখন খেলা সাজ হ'বে  
কোথায় হ'বে যেতে,



## অনুকণা

তবুও এই খেলা ঘরে  
এতই থাকি ভুলে  
ডাকলে তবু যেতে আমি  
চাইনে তোমার কোলে ।  
তোমার বিশাল দুনিয়া মাঝে  
বাঁধি' ক্ষুদ্র ঘর  
দিবানিশি জানাই আমি  
কতই আপন পর,  
মান অপমান স্তম্ভ দুঃখ  
কতই অভিনয়  
দেখে যেন হাসছ তুমি  
আমার মনে হয় ।

## জলস্রোত

জলস্রোত যবে উচ্চ শৃঙ্গ হতে নামায় তাহার ধারা  
পথ কোথা তার না গেয়ে সন্ধান ঘুরে মরে পথ হারা,  
এধার ওধার প্লাবিত করিয়া  
ভ্রান্ত পথে শুধু বেড়ায় ঘুরিয়া,

## অণুকণা

কভু জনপদ লয় ভাসাইয়া উদ্দাম প্রবাহ তার '  
নীচু গেয়ে কভু নালা ডোবা পথে ছুটে যায় স্রোত তার ।

ঘুরে ফিরে যবে পায় পথ তার নদী হয়ে যায় ছুটে,  
ভুল আশ্তি তার নাহি রহে আর সব বাধা যায় টুটে,

কত জনপদে করি জল দান

তৃষ্ণা দূর করি গেয়ে কলগান

উর্ধ্বরী করিয়া কতই ভূভাগ মানবের ক'রে হিত  
শান্ত হয়ে তার উদ্দাম প্রবাহ গায় করুণার গীত ।

তার পর পায় অনন্ত সাগর তাহার গম্য স্থান  
তখন সে দেখে আসিয়াছি ঠিক নাহি ভুল ব্যবধান ।

অনন্তের পানে ছুটে যায় ধারা

তার মাঝে মিশে' হয় আত্মহার।

ছুটে ছুটে শুধু ধায় তার পানে আনন্দে গাহিয়া গান  
তখন সে দেখে সাগরের তরে ছুটে ছিল তার প্রাণ ।

## অনুকণা

### স্বামী প্রদ্বানন্দ

বীরবর তুমি বীরের মতন নির্ভয়ে করেছ রণ  
 আসন্ন বিপদে কতবার তুমি করেছ জীবন পণ ।  
 উন্মুক্ত করিয়া ঘাতকের হাতে পেতে দিয়েছিলে বুক  
 আজীবন তুমি শুধু মানবের বারণ করেছ দুখ ।  
 কোথা অশিক্ষায় ভুলেছে মানব পৈত্রিক সঞ্চিত জ্ঞান  
 খাটি' প্রাণপণে শিখা'তে তাদের সর্বস্ব করিলে দান ।  
 ধর্মের বিধান অত্যাচারময়, মানব সন্তান কত  
 ছোট জাতি বলি' স্বণ্য হয়ে আছে তাড়িত পশুর মত,  
 দেবালয়ে তা'র নাহি হয় স্থান, পরশে অশুচি হন ভগবান  
 অধিকার তা'রা মানুষের মত চাহিতে যে পায় ভয়  
 উঁচু জাতি তা'র পরশের ভয়ে সতত স্তূদূরে রয় ।  
 সে ব্যথা তোমার বাজিল ভীষণ করিলে জীবন পণ  
 আশ্র চলে আয়, কে আছে কোথায় ছোট নাই কোন জন,  
 উপরে মোদের এক ভগবান, সব নর নারী তাঁহারি সন্তান,  
 এই হিন্দু জাতি উদার মহান গিয়েছ যে পথ ভুলে,  
 ফিরে এস যদি সমাদরে আমি এর মাঝে লব ভুলে ;  
 শুনিল তাহারা আহ্বান তোমার কত জন এল ফিরে,



## অনুকণা

কত বিষ বাধা চরণে দলিয়া  
সমাদরে তুমি লইলে তুলিয়া,  
বিরূপ বাহার। ছিল আগে তব বিধান দিল সে ধীরে ।  
মহিমায় তব কত নর নারী সফল করিল প্রাণ  
আজীবন তুমি মানবের হিতে কতই করিলে দান ।  
সহসা তোমার সে অমূল্য প্রাণ,  
আঘাতে বধিল দুর্ঘট সয়তান  
নাশিতে তোমায় নাহি পারে কেহ চিরজীবি তব প্রাণ ।  
মৃত্যু তোমার নহেক ভীষণ  
মানব কল্যাণে সঁপেছ জীবন  
ঈশার মতন এ যে গো মহান তোমার আত্মদান  
গাহিবে গৌরবে ভাবী ইতিহাস তোমার মহত্ত্বগান,  
চিরদিন লোকে দিবে শ্রদ্ধাভরে ভক্তি অঞ্জলি দান ।

## আমার দেশ

বরেন্য ভারত ভূমি হে আমার দেশ,  
কি মধুর নাম তোর  
পুলকে হৃদয় ভোর

## অণুকণা

স্মরণে অন্তরে জাগে আনন্দ অশেষ ।  
 মহান সৌন্দর্য্যময়ী তব পুণ্য বেশ ।  
 নদ নদী গিরি শৃঙ্গ সাগর চঞ্চল  
 সর্বত্র বিহান তব স্নেহের অঞ্চল,  
 দেখি তপ্ত মরুভূমি  
 সেখানে বিরাজ তুমি,  
 তোমার বিচিত্র রূপ হোক রেণু ধূলি,  
 আমার দেশের ধন তারে আমি বলি ।  
 হউক সে বহুদূর জন্মভূমি হ'তে  
 ভারতের অন্য প্রান্ত, কতি নাই তাতে,  
 ভিন্ন হোক রীতি নীতি,  
 তবু ও জাগায় প্রীতি,  
 সমতল অথবা সে দুর্গম ভূধর ।  
 যাহা দেখি উল্লসিত হয় এ অন্তর ।  
 খুঁজে পেতে চাষা ভাই বথায় উর্বর  
 রোপিয়াছে খাদে খাদে শস্য কি সুন্দর  
 স্তরে স্তরে হয়ে পূর্ণ  
 হাসিছে শ্যামল তৃণ  
 হোক সে জোয়ারি ভুট্টা হোক ক্ষেতে ধান,  
 যাহা দেখি তাই যেন তৃপ্ত করে প্রাণ ।

## অনুকণা

বিশাল ভারত ভূমি মোর প্রিয় দেশ,  
যথাকার নরনারী, যেবা তার বেশ,  
যার হাতে বাহা কাজ  
তাতে মোর নাহি লাজ,  
হোক না মজুর চাষী, মোর বোন ভাই,  
আমার দেশের লোক ভাল বাসি তাই ।  
লোকে বলে দুঃখী তুমি বিখ্যাত ধরায়,  
মোর চ'খে সদা তুমি জাগ মহিমায় ।  
কত সাধু মহাপ্রাণ  
বাড়ায় তোমার মান,  
চির পূজ্য তুমি মোর, তীর্থ সব স্থান ।  
উল্লাসে গাহিব তব মহত্বের গান ।

## প্রবাসী

স্বদেশ ছাড়িয়া হয়েছি প্রবাসী  
প্রবাস হয়েছে ঘর,  
ভুলিয়াছে কত আপনার জন,  
আপন হয়েছে পর ।



## অনুকণা

আদান প্রদান আপনার জনে  
নাহিক স্বেচছাগ আর,  
শত মুখী হয়ে ছুটে যেতে চায়  
অন্তরের স্নেহধার ।  
প্রবাস হয়েছে দেশের অধিক,  
তবুও স্মরণে আসে,  
আছে আমাদের প্রিয় জন্ম ভূমি,  
ফিরিব আমার দেশে ।  
দেশের মমতা দেশের স্বজন  
হৃদয় মাঝারে জাগে,  
শুনিলে তাহার বিপদ দুর্দিন  
গভীর বেদনা লাগে ।  
হইয়া প্রবাসী হয়েছে ধারণা  
ভারত আমার দেশ,  
স্বদেশ আমার বিশাল, বিপুল,  
নর নারী নানা বেশ ।  
নহি আর আমি গঞ্জির মাঝে  
বাংলা দেশের আঁকা,  
হৃদয়ের টান হয়েছে আমার  
সকল ভারতে মাথা ।

## অনুকণা

মহান ভারত আমার স্বদেশ,  
আমি যে ভারতবাসী,  
তাহাতেই মনে গৌরব সাথে  
জাগে আনন্দ রাশি ।  
মাঝে মাঝে তবু মনে জাগে তার  
শ্যামল মূর্তি খানি,  
কত অতীতের স্নেহমায়া স্মৃতি  
কত স্নমধুর বাণী ।

## বাংলা

আসিয়াছি বাংলার সমতল মাঝে,  
নাহিক ভূভাগ পূর্ণ কঙ্কর, প্রস্তর,  
উচ্চ গিরি শ্রেণী আর হেথা না বিরাজে,  
নয়ন আনন্দদায়ী শ্যামল প্রান্তর ।  
উর্বর প্রান্তরে ধান্য, রবি শস্য আদি,  
মুখরিত গৃহগুলি বাল কলধ্বনি,  
আশা ও আনন্দ প্রাণে জাগে নিরবধি  
দূর হতে ভাবি আর কল্পনায় শুনি ।

## অণুকণা

কিন্তু হায় আমাদের দেশে মনোহর  
অন্ন বস্ত্র হীন হ'য়ে দুঃখে দিন কাটে,  
আজি শুধু দৈন্য আর ব্যাধির আকর,  
এ শস্য শ্যামলা দেশে অন্ন নাহি জুটে ।  
ব্যাধিতে হয়েছে শীর্ণ কঙ্কাল আকার,  
যেন এ শ্যামলা দেশে অভিশাপ কার ।

## রাজস্থান

এবার এসেছি সেই রাজপুতনায়  
বীরহ মহত্ব যার বিখ্যাত জগতে,  
জাগিতেছে দৃশ্যগুলি ছায়াবাজী প্রায়,  
আজিও ভারত স্মরি গর্ব করে চিতে ।

মহান্ প্রকৃতি কিবা বীরত্বে মহান্  
পুলকে শ্রদ্ধায় প্রাণ হয় বিগলিত,  
এইখানে জন্মেছিল লভেছে নির্বাপন,  
সেই স্মৃতি জাগিতেছে প্রাণে অবিরত ।



## অণুবর্ণা

যে দেশের কীর্তি আর এ মহত্ব রাশি,  
 যদিও মলিন হয়ে তাদের সম্ভান,  
 তারাও যে হিন্দুজাতি এ ভারত বাসী  
 তাই ভাবি জাগে মনে আনন্দ অগ্নান,  
 এদেশের পুণ্য রেণু করিয়া প্রগতি,  
 আবার উজলি নাম উঠিবে সে জাতি ।

## বিশ্বরাজ

বিশ্বরাজ, আছ তুমি বিশ্ব চরাচরে,  
 তোমার মহিমা হেরি সাক্ষ্য রক্তাস্বরে,  
 তরুণ অরুণে তুমি ঢেলে দেও জ্যোতি,  
 অঁধার বিনাশি' তাই প্রাণে দেয় প্রীতি ।  
 দেখি অপরূপ দৃশ্য সাগর হিল্লোলে,  
 মহিমা প্রচারে যেন উচ্চ কলরোলে ;  
 উচ্চ গিরিশৃঙ্গ যেন মিশেছে অশ্বরে,  
 আকাশ নেমেছে যেন মিশাইতে তারে ;  
 গগণ চুমিছে স্নেহে সাগরের শিরে,  
 নীলাকাশ মিশে গেছে নীল সিন্ধুনীরে ;

## অণুকণা

এই মহাদৃশ্য আমি দেখিয়া নয়নে  
সার্থক নয়ন মম শুধু ভাবি মনে ।  
আকাশ নিয়েছে যথা মিশায় সাগরে,  
তেমনি তোমার সাথে মিশায় আমারে ।

## যোগ্যতা

গৃহের মাঝারে বসি কল্পনায়  
করিও না ছটোপাটি,  
জগতে বাহারা হইবে যোগ্য,  
ছুনিয়াটা নেবে লুটি,  
সাহস বীরত্ব উৎসাহ উত্তম  
হেলার কখন নয়,  
বীর ভোগ্য এই বহুকরা সে তো  
তোমাদেরই শাস্ত্রে কয় ।  
প্রাণ দিতে যারা নহেক কাতর,  
করে বিচরণ সাগর অম্বর,  
সেবায় যাদের নাহি আত্মপন্ন,  
কল্যাণ তাহারা পায় ।

## অণুকণা

ছোট করে রেখে আপনার জনে  
ছোঁয়াচ বাঁচাতে চাহে প্রাণপণে,  
অজ্ঞানে ডুবিয়া জ্ঞানী ভাবি মনে  
গর্বের মাতিয়া রয়,  
তাহাদের গতি জান ভগবান  
কে তাদের উঠাইবে,  
মানুষ বাহারা হবেনা জগতে  
মনুষ্ট্ব কেন পাবে ।

## মরণ

শিরে মোর দাঁড়ায়ে মরণ  
নহে তবু শত্রু সে আমার,  
কাটাঁইয়া মায়ার বন্ধন  
ছুচায় সে দেহ কারাগার ।  
দেহ মোর ব্যাধি বেদনায়  
পারিবেনা বহিতে যখন,  
মুক্ত হয়ে সব বাতনায়  
তা'র কোলে করিব শয়ন ।



## অণুকণা

একদিন, আসিবে সেদিন  
দ্রুত কিম্বা বিলম্বে কিঞ্চিৎ,  
মানবের ব্যাধি যাতনায়  
তা'র মত নাহিক সুহৃদ ।  
মাঝে মাঝে আশা জাগে মনে,  
সে বুঝিবা কি মাধুরীময়,  
বুঝি তা'র পাইলে পরশ  
মিলিবেক হারানিধি চয় ।  
তবু তা'রে করিতে স্মরণ  
মানবের অন্তর শিহরে,  
সদা করে কত আয়োজন  
তা'র হাত এড়াবার তরে ।

## যেতে হবে

যেতে হবে একদিন, নহে দিন দূর,  
চির দিন অধিকার নাহি রহিবার ।  
যেদিন শেষের বাঁশী বাজিবে মধুর,  
ফেলে যাব এতদিন ব'য়েছি যে ভার ।

## অনুকণা

জীবনের বহুবর্ষ হয়ে গেছে গত,  
অমিয়াছি কত কাল সংসার গহনে  
চলে গেছে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু কত,  
মিলিব সবার সাথে অস্তিম শয়নে ।

জীবনের নহে শেষ বিশ্ব নিয়ন্তার,  
প্রেম রাজ্য সেখানেও এখানে বেমন,  
বাতায়াতে নাহি দুঃখ ভয় নাহি তার  
সে চরণে যেই জন নিয়েছে শরণ ।

আর যদি মহানের মিলে দরশন  
মরণ আনন্দময় নহেক ভীষণ ।

## জাগে

বিশাল নয়নে                      যেন জাগে মনে  
নিরখিছ চারি ভিতে,  
পাতকীর নাই                      লুকাবার ঠাঁই  
এ বিশাল ধরণীতে ।

## অণুকণা

তব আঁখি হ'তে                    চাহে লুকাইতে  
হইয়া ব্যাকুল মন,  
তোমার বিশাল                    নয়নের জ্যোতি  
ব্যর্থ করে আয়োজন ।  
ওহে অন্তর্যামী                    এই মাগি আমি  
দেখিও হৃদয় মম,  
ও নয়ন হ'তে                    কিছু নাহি রহে  
যেন লুকাবার সম ।  
আনন্দ পুরিত                    বিশাল নয়ন  
যেন মোর জাগে চিতে  
প্রীতি কৃতজ্ঞতা                    যেন সদা আমি  
ও চরণে পারি দিতে ।

## পরপার

নাহি জানি কোনখানে জীবনের পরপার,  
উজ্জল আলোক সেথা কিবা ঘোর অন্ধকার,  
সেখানে বিষাদ দুঃখ মানবেরে রহে ঘিরে,  
অথবা সবাই রহে ডুবিয়া আনন্দনীরে ।



## অনুকণা

কোথায় চলিয়া যায় বলিয়া যায় না কেহ,  
 জানি না কি চ'লে যায় ফেলে রেখে যায় দেহ,  
 তবু সে অজানা রাজ্যে সবার বাইতে হবে,  
 কাহারো শক্তি নাই চিরদিন র'বে ভবে ।  
 অজ্ঞাত সে রাজ্য তবু সেই নাকি বাসস্থান ?  
 দুদিন অতিথি হেথা ফেলে যাবে ধন মান ।  
 তা'র মাঝে লক্ষ্য যদি রহে সেই ধ্রুবতারা,  
 পাইলে সে জ্যোতি কভু হইবে না লক্ষ্যহারা ।  
 অঁধারে গহনে জ্যোতি বিতরিবে সম রূপে  
 পাইবে উজ্জল আলো ডুবিলে অঁধাররূপে,  
 সকলি ফেলিয়া যাও জাগিবে না দুঃখ ক্লোভ,  
 পাইবে সম্পদ হেন, ক্ষুদ্রের র'বে না লোভ ।  
 বিশাল বিরাট রূপে ডুবিয়া যাইবে প্রাণ,  
 শ্রবণ সফল হবে শুনে সে আনন্দ গান ।  
 ছাড়িয়া এ অনিত্যতা তাই হ'বে আকাজিকত,  
 মরণের নামে আর অন্তর হবে না ভীত ।  
 জরা মৃত্যু নাহি ভয় মুক্ত আত্মা সুখময়,  
 আনন্দে ডুবিলে প্রাণ দেখিয়া আনন্দ ময় ।

## অনুকণা

### মাহেন্দ্রক্ষণ

উজলি' জীবন মম আসিবে মাহেন্দ্রক্ষণ,  
 তোমার করুণা ধারা পূর্ণ হবে প্রাণ মন,  
 এ জীবনে নাহি হেরি,      রহিব ভরসা করি',  
 ইহকালে নাহি পাই আশে র'ব অনুক্ষণ,  
 পর লোক দূর নহে পূর্ণ হবে আকিঞ্চণ ।  
  
 জানি না যে কোথা হ'তে চলিয়াছি অবিরাম,  
 কোথা গিয়ে পাব পথ পূর্ণ হবে মনস্কাম,  
 ঘুচায়ে সকল ভ্রান্তি,      মিলিবে আনন্দ শান্তি,  
 কি ছিলাম, কি হয়েছি আদি অন্ত নাহি জ্ঞান,  
 জানিনা কোথায় গিয়ে থামিবার পাব স্থান ।  
  
 অথবা, অনাদি কাল চলিব কি পথে পথে ?  
 এ চলার অবসান নাহি হবে কোন মতে ?  
 যথা গ্রহ রবি শশী      ফিরিতেছে দিবানিশি,  
 বিরাম নাহিক কারো এই কি বিশ্বের রীতি,  
 চলিব এমনি ধারা থামিবে না তার গতি ?

## অনুকণা

আমার যে মনে হয় আসিবে এমন দিন  
 মিলিবে সৌভাগ্য মম র'বনা এমন হীন,  
 লভিয়া প্রার্থিত ধন, শান্ত হবে প্রাণ মন,  
 এক দিন হব স্থির, রহিব না লক্ষ্য হীন  
 মানব জীবনে কভু আসিবে এমন দিন ।

## ডাকি

হরি, তোমারে যখন ডাকি,  
 সব কোলাহল দূরে ফেলি, যেন  
 তোমাতে ডুবিয়া থাকি ।  
 মরমের মম বেদনার ভার  
 তোমারে জানায়ে রাখি,  
 ভুলি যাই আগি তুমি অন্তর্যামী,  
 জানিতে রহেনা বাকি ।  
 প্রাণ মন মম হইয়া বিহ্বল  
 তোমা পানে চায় ছুটিতে কেবল,  
 কোথা আছ তুমি পায়না দেখিতে  
 ব্যাকুল আমার আঁখি ।



## অগুরুণা

প্রাণের দেবতা এস মোর প্রাণে,  
 ঘুচাও বিবাদ তব নাম গানে,  
 রহিয়াছ কাছে অন্তরে বাহিরে,  
 কেন দেও মোরে ফাঁকি ।

স্মরিয়া তোমা'র অভাব বেদনা  
 সকলি ভুলিয়া থাকি,  
 শান্ত কর এই হৃদয় আমার  
 ও চরণ রেণু মাখি ।

## ভ্রান্তি ।

এ সংসার মিথ্যা বলে ভ্রান্তি সেই জন  
 নহে মিথ্যা মায়া মোহ,  
 কতই অগাধ স্নেহ,  
 কত ত্যাগ কত প্রীতি মধুর বন্ধন ।  
 স্নেহ. প্রেম, প্রীতি, চয়  
 করিয়াছে মধুময়,  
 সংসার অরণ্যে যেন শীতল নিবার,  
 নহে ভুল নহে ভ্রান্তি  
 দূর করে কত শ্রান্তি,  
 কভু মূঢ় কভু ববে বহে খরতর ।

## অণুকণা

আমি দেখি তার মাঝে,  
 তোমারি প্রভাব রাজে,  
 তোমার বিশাল স্নেহ কণাটুকু তায়,  
 হইলে বিপুল ধারা  
 বাধা বন্ধ হয়ে হারা,  
 সে প্রবাহ খর বেগে তোমা পানে ধায় ।  
 সকলি তোমার মায়া  
 স্নেহে প্রেমে তব ছায়া,  
 নহে ভ্রান্তি, নহে ক্ষুদ্র, অতি মহত্তম,  
 হয়ে ধারা স্পর্শবিত্ত  
 কতই মহৎ চিত্র,  
 দেখায় মানব প্রাণে মহিমা কেমন ।  
 জীবোদ্ধার ব্রত ল'য়ে  
 স্নেহ ধারা যায় ব'য়ে  
 কত পঙ্ক মলিনতা করিয়া হরণ  
 মহা পারাবারে যায় মিশিতে কেমন ।

অনুকণা

## করুণা

পাইলে তোমার করুণা হৃদয়ে  
আর না ডরাই আমি,  
নাহি পাই যদি ব্যাকুলতা মম  
জানাই অন্তর যামী ।  
পাই যবে আমি তোমার পরশ  
আনন্দ উছলে প্রাণে,  
মনে সাধ যায় ঢেলে দেই ভাগ  
ডেকে সব ভাই বোনে ।  
অসীম করুণা তব,  
কি করুণা তুমি কর যে আমায়  
সব দুঃখ গ্লানি যেন দূরে যায়,  
তোমারি প্রভাব এ পরাণে ছায়  
কৃতার্থ করিয়া প্রাণ ।  
অযোগ্য অধমে অহেতু করুণা  
নাহি মোর ভাষা করিতে বর্ণনা  
শিখি নাই আমি করিতে সাধনা  
পাইতে অসীম দান ।



## দেখা দেও

দেখা দেও বলিতে আমার এক দিন লাগিত সরম,  
 আজি ভাবি না পেয়ে তোমায় হইয়াছে দুর্ব্বহ জীবন ।  
 আগে ছিল বিশ্বাস আমার বড় তুমি সর্ব্ব শক্তিমান  
 সৃষ্টিয়া এ অনন্ত জগৎ রক্ষিতেছ এ সৃষ্টি মহান,  
 তুমি আমি অতি দূরতর তুমি প্রভু আমি শুধু কণা  
 এক দিন চাহিব তোমায় ছিল না সে সাহস ধারণা,  
 আজি আর নাহিক সে দিন তোমাকেই চাহে মোর প্রাণ,  
 চাহেনাতো রাখ ভুলাইয়া দিয়ে সব করুণার দান ।  
 যত কিছু পাই এ সংসারে, তুমি দেব সে সবার বড়  
 আজি মোর ভুলিবে না মন সে বিশ্বাস হইয়াছে দৃঢ়,  
 মনে হেন লয় না আমার তুমি আমি অতি ব্যবধান  
 এবে দেখি তোমারি প্রভাবে পূর্ণ যেন আমার পরাণ ।  
 যত বড় সর্ব্ব শক্তিমান হও তুমি মহৎ যেমন,  
 আমি ভাবি তুমি যে আমার তুমি যেন আমারি মতন ।  
 ক্ষুদ্র শিশু পারে না ভাবিতে পিতামাতা কত বড় তার,  
 সে তো ভাবে তাহারি মতন সাথী বুঝি তার খেলিবার,  
 তোমাপানে সদা ধায় মন তুমি সদা আছ মোর পাশে  
 যাহা বলি শুনিতেছ কানে সদা আমি রয়েছে সে আশে ।

## অনুকণা

### যোগ্যতা

যোগ্যতা যেজন পারে লভিবারে  
তুমি দেও তায় ভার,  
ক্ষমতা যাহার আছে বহিবার  
তুমি দাও অধিকার ।

দিবা নিশি শুধু চাহে যেই জন  
নাহিক ক্ষমতা দিবার মতন,  
দেওনি বলিয়া দুঃখ জানাইতে  
কিবা দাবী আছে তার ।

পূর্ণ যখন হ'বে আয়োজন  
লভিবে ক্ষমতা যাহা প্রয়োজন,  
না চাহিতে তুমি দিবে হাতে তুলে  
আকাঙ্ক্ষিত যাহা তার ।

বিলা'তে যে পারে তাহাকেই তুমি  
দাও বিলাবার ভার,  
সর্ব্ব মূল্যধারে জানিবে যখন  
ভুলি' আত্ম অহঙ্কার ।

অনুকণা

## জ্ঞানের আঁখি

জ্ঞানের আঁখি না যদি খোল

খুলতে কেবা পারে !

না দেও যদি আলোক পথে,

চালাও যদি অঁধার রথে,

ব্যাকুল যদি না কর হিয়া

কে চাহে তোমারে ।

আরামে যদি রাখ মোরে

হই না খুসি তাহার তরে

প্রাপ্য যেন আমার তাহা

এমনি ভাবি মনে ।

বে-আরামে যখন ধরে

বুঝতে তখন শিখায় মোরে,

কতই তুমি রেখেছ দূরে

দুঃখ ব্যথার সনে ।

তোমায় যদি দেও হে প্রভু

জানতে অধিকার,

ক্ষুদ্র মাঝে ডুবতে তবে

কেবা চাহে আর !



## অণুকণা

### চাহিব ।

আমি, তোমারি চরণ চাহিব ।

তুমি, শোন বা না শোন      আমি পুনঃ পুন  
তোমারি করুণা গাহিব ।

আমি, চিনেছি তোমারে      নহ তুমি দূরে  
থাক না আমার ভুলিয়া,  
আমি, ডুবিলে আঁধারে,      তুমি বারে বারে  
দিয়েছ আমার ভুলিয়া ।

আমি, জানি তুমি মোরে      বাঁধি' স্নেহ ডোরে  
রয়েছ আমার সহিতে,  
আমি ব্যথা যদি পাই,      তোমারও তাই,  
হয়েছে বেদনা বহিতে ।

আমি, না দেখি তোমারে      র'ব আশা ক'রে  
একদিন তুমি আসিবে,  
আমি, অযোগ্য হইলে,      টেনে নেবে কোলে  
অজ্ঞান আঁধার নাশিবে ।

## অগুরুকণা

## জলকণা ।

সিন্ধুতীরে শুক্তি গর্ভে ক্ষুদ্র জল কণা

সমুখেতে অনন্ত সাগর,

আদি অন্ত তল তার কিছু নাহি জ্ঞান

মিশে গেছে সুনীল অম্বর ।

অতি ক্ষুদ্র কণা হয়ে তীরে বসে ভাবে

“কিছু আমি নাহি জানি তার,

উঁকি দিয়ে দেখিবারে নাহিক ক্ষমতা

সে বিশাল অকূল পাথার ।

তবু মোর সে বিশালে জানিতে বাসনা

তার পানে ছুটে যেতে চাই,

কত ক্ষুদ্র শক্তি হীন ভুলে রয় মন

ছুটে যাব সাধ্য মোর নাই” ।

প্রবল তরঙ্গ তা'রে ডুবায় যখন

ভাবে বুঝি মিলেছে সন্ধান,

দ্রুত যবে চলে যায় ফেলিয়া তাহারে,

হতাশায় ডুবে যায় প্রাণ ।

## অনুকণা

জল কণা সাধ্য তা'র নাহি ছুটে যেতে  
তীরে ব'সে থাকে অপেক্ষায়,  
কত ক্ষণে কৃপা ক'রে সে মহাসাগর  
ছুটে এসে মিলাইবে তায় ।

## জ্ঞান দাত্রীর প্রতি ।

বিন্দু বিন্দু করি আহরণ  
ভাণ্ডার রেখেছ ভরে,  
খুলেছ দুয়ার জ্ঞানহীন জনে  
জ্ঞান বিতরণ তরে ।  
যা আছে তোমার কর বিতরণ  
কৃপণতা তায় নাই,  
দুনিয়ায় তব নাহি কেহ পর  
প্রিয়তম বোন ভাই ।  
মানবের হিত প্রাণের কামনা—  
সবারে অসীম স্নেহ,  
যে আসে দুয়ারে, হিত ইচ্ছা হ'তে  
বঞ্চিত হয় না কেহ ।



## অগুরুনা

আড়ম্বর হীন সাধনা তোমার  
ছোট তবু কভু নয়,  
মানবকল্যাণে মিলে ভগবান  
তিনিই যে সর্ববয়।  
আলস্যে শুধু মুদিয়া নয়ন,  
দরশ মিলেনা তাঁর,  
সর্বভূত হিত নিদেশ তাঁহার,  
সেই সাধনার সার।

## উপদেশ

বান্ধব আমারে দিল উপদেশ  
তোমারে জানাতে কথা,  
হাসিলাম আমি, সাড়া নাহি পেয়ে  
কেমনে ঘুচিবে ব্যথা,  
যার কাছে যাব সান্ত্বনা আশায়,  
সে যদি নীরবে রয়,  
যাহারে বলিব নাহি শুনে, কাণে  
কথা যদি নাহি কয়।

## অনুকণা

তুমি যে দাঁড়ায়ে অন্তরে বাহিরে,  
শুন মোর নিবেদন,  
না পেয়ে আশ্বাস হয় যে হতাশ  
আমার ব্যাকুল মন ।  
আজি দেখি ঠিক উপদেশ তার  
আমিই ভেবেছি ভুল  
তব পদে ঘোচে সকল সংশয়  
তুমি সাক্ষনার মূল ।  
জানালাে কাতরে নীরবেই তুমি,  
কতই যে কর দান,  
কিছু নাহি পাই তবুও জানালাে  
শান্ত হয় মোর প্রাণ ।

দৈনিক





১

কাটাইয়া সারাদিন কত শত কাজে  
 দিন শেষে এসেছি চরণে,  
 কত দুঃখ, ব্যর্থতা বা রয়েছে সঞ্চিত,  
 কত গ্লানি জমে আছে মনে ।  
 তব পাশে আসি যবে ভুলে যাই আমি  
 দুঃখ ক্লেশ চারিধারে কত,  
 যারে ভেবেছি নু গুরু, একেবারে যেন  
 হ'য়ে যায় লঘু তৃণ মত ।  
 বাহা ল'য়ে ভেবেছি নু দুঃখ অপমান  
 পেয়েছি নু বেদনা অন্তরে,  
 আসিয়া তোমার কাছে হাসিল অন্তর,  
 কিছু নাই, সব গেছে উড়ে ।

LIBRARY

No.....

Sri Sri Anandamayee Ashram

BANARAS.

## অনুকণা

২

মাঝে মাঝে সাধ যায় মনে,  
খুলে এই দেহের বন্ধন  
দেখি তুমি কত দূরে রও,  
কোথা হ'তে টানিছ এমন ।  
দেহটা যে পারে না বাইতে,  
গৃহে ব'সে দুঃখে কাটে দিন,  
কোথা গিয়ে পাবে তব খোঁজ  
খুঁজে তা'র নাহি পায় চিন্ ।  
আকাজ্জিত নাহি পেয়ে তা'র,  
রোজ লভি' নিরাশা এমন,  
ক্ষিপ্ত হয় যেন এ অন্তর  
দেহটারে করিতে বহন ।  
তুমি যে গো অনন্ত অসীম,  
চায় সেই অসীমে সন্ধান,  
নাহি জানে কি পাবে সেথায়,  
সেথা তার আছে কি না স্থান ।



## অনুকণা

৩

কি ভাবে আমার ডুবে রহে মন  
 স্তম্ভিমগ্ন হয়ে রহে অনুক্ষণ,  
 নাহি ভাঙ্গে বোর সদা রহে ভোর  
 কিসের স্বপন মাঝে,  
 দুই হাতে ভেঙ্গে সে যুগ্মের গোর  
 মাঝে মাঝে প্রাণ জেগে উঠে মোর,  
 ব্যস্ত হয়ে দ্রুত চালায়ে চরণ  
 ছুটে যেতে চায় কাজে ।

হস্তপদ হয় অলস অসাড়,  
 নাহিক শক্তি যেন চলিবার,  
 শক্তি হীন হয়ে কি করিব আর  
 তাই অনসতা বই ।  
 না পেয়ে তোমায় কাঁদে মোর প্রাণ,  
 নাহি পারি কাজে শক্তি দিতে দান,  
 কি নেশায় যেন কাটে দিনমান  
 স্বপনে ডুবিয়া রই ।

## অনুকণা

৪

নিত্য আমি আসি তব দ্বারে, এক কথা রোজ বলে যাই,  
 কভু আমি ভাবিনা এমন, নিবেদন তুমি শোন নাই।  
 আমি আছি বলিব সতত, তুমি আছ নীরবে শুনিতে,  
 লাগে তবু সরম আমার যাচকের মতন চাহিতে।  
 তুমি দাতা তুমি দয়াময়, দিয়েছ তো সীমা নাহি তার  
 তবু মোর খুসি নহে মন, লোভ মনে রহে চাহিবার।  
 আমি ভক্ত তুমি ভগবান, তুমি মাতা আমি যে সন্তান  
 তাই রোজ করি আব্দার ভাবি তব হইবে বহিতে,  
 রহিব যে তোমা হতে দূরে, এ পরাণ পাবে না সহিতে।

৫

দেখ্‌ যদি দেখাও মোরে  
 শুন্‌ শুনাও কাণে,  
 নয় তো শুধু আপন মনে  
 ছুটব খেলার পানে।

১২৬

## অনুকণা

চল্বে পথে ধীরে ধীরে  
 আগে পাছে দেখে ফিরে,  
 তাড়া কিছু নাইক আমার  
 মিল্‌তে তোমার সনে,  
 সঙ্গী, সাথী সহ মিলে  
 খেল্‌ব আপন মনে ।  
 মায়ের যদি থাকে তাড়া  
 ডাক্‌বে তবে ঘরে,  
 নয় তো যেমন দুর্কু ছেলে  
 খেল্‌ব খেলাঘরে ।

## ৬

ক্লান্ত আমার হয় না কি মন  
 এতই কি সে দড় ?  
 কাজ কি আমার চাটু বাদে  
 হও না তুমি বড় ।  
 চাইনা আমি বড় হ'তে  
 ছোট র'য়ে চল্‌ব পথে,



## অগুনকণা

আমার মত ছোট ল'য়ে  
কাটবে রাতি দিবা,  
বড়র কাছে আবেদনে  
লাভই আমার কিবা ।  
ছয়ার তাহার নাহি খোলে,  
বাধা পায় পায়,  
কি কাজ আমার ও সব চেয়ে,  
থাকব গৃহের ছায় ।

## ৭

ভেবেছিলাম আমার মনে  
দিন যাবে মোর কেটে,  
আনুমনা রইব আমি,  
সারাদিনটি খেটে ।  
এমন দিন কতই গেছে  
চাইনি আমি কিছু,  
আজ না হয় তোমার ডাকে  
ছুটেছি তোমার পিছু ।

ডেকে তুমি এনেছ মোরে  
 দেখায়ে দিয়ে পথ,  
 তাই ভেবেছি কোন দিন বা  
 দেখাবে তোমার রথ ।  
 এখন ভাবি আশা মোরে  
 দিয়েছে শুধু ফাঁকি,  
 কাটাতে হবে নিরাশা ব'য়ে  
 আছে যেদিন বাকি ।

৮

যখন আমার থাকে বলিবার কথা  
 নীরবে আসিয়া বসি খাতাগুলি ল'য়ে ;  
 একটি একটি ক'রে সব আছে গাঁথা,  
 যত কথা এষাবৎ আসিয়াছি ক'য়ে ।  
 সরম সঙ্কোচ লাগে মানবে বলিতে,  
 ত্যক্ত হয় শুনিতে সে প্রলাপ বচন,  
 কত কথা বলি এরে শুনে শান্ত চিতে  
 নীরবে সান্ত্বনা দেয় বন্ধুর মতন ।  
 যখন অস্থির চিত্ত দেখি খাতাগুলি

## অগুরুণা

সব কথা যেন মোরে করে নিবেদন,  
 একে একে সব আমি দেখি খুলি' খুলি'  
 কোন খানে শান্ত কবে হয়েছিল মন ;  
 তাই আমি ভাল বাসি বসিয়া বিরলে  
 জানা'তে সকল কথা এর কাছে খুলে ।

### ৯

দিনগুলি যত হয় অতীতে বিলীন  
 মনে হয় কাজ সব রহিয়াছে প'ড়ে,  
 জীবনের পরমায়ু ক্রমে হয় ক্ষীণ,  
 আসিবে সেদিন দ্রুত, নাহি র'বে দূরে ।  
 কি কাজে যে আসিয়াছি কেন বাব চলে—  
 দেখি সদা মানবের এই আনাগোনা—  
 সে কথাটা কেহ কভু দেয় নাই ব'লে ।  
 ফুরাইয়া যাবে দ্রুত দিনগুলি গণা ।  
 দিনটি চলিয়া গেলে কতখানি যায়,  
 কোথা কার ঘনাইবে সন্ধ্যার আঁধার,



## অণুকণা

চমকি উঠিবে মন সেই আশঙ্কায়  
 কত পড়ে' আছে কাজ, কত চিন্তা ভার ।  
 জানি'না তাহার পরে আসে যেই রাতি  
 মেলে কিনা কোনদিন চন্দ্রার্কের ভাতি ।

১০

জীবন ভ'রে করিয়াছি কতই অপরাধ,  
 তোমার দেখা পাব ব'লে তবুও জাগে সাধ ;  
 যদিও আমি অপরাধী, তুমি যে দয়াময়  
 সব ভুল যে কর ক্ষমা অসীম করুণায় ।  
 ভুল ভ্রান্তি মলিনতা ঘুচা'তে হৃদয় ভার,  
 তুমি যদি না শোন কাণে শরণ নিব কা'র ।  
 মন যে আমার অবিরত তোমার কাছেই ধায়  
 শুদ্ধ মুক্ত করে কবে টেনে নেবে পায় ?

১৩১

১১

কভু মনে হয় দেখেছি তোমারে,  
কভু মনে হয় ভুল,  
দেখিতে পায়না নয়ন আমার  
সে যে দেখে শুধু স্থল।  
যেটুকু নেহারি তাহারি মাধুরী  
আনন্দ জাগায় মনে,  
কভু বা মুগ্ধ থাকি আশে ডুবে,  
কভু ছুটি তব পানে।  
ভ্রান্তি যদি হয় ফোভ নাই তায়  
জাগিয়া থাকুক ভ্রান্তি,  
পাই বা না পাই, বিশ্বাস মম  
অস্তরে দেয় শান্তি।

১২

মানি বা না মানি আর কারে আমি  
তোমাকেই আমি মানি,  
তোমার আশায় দিন কেটে যায়,  
কাছে আছ তুমি জানি ।

ডেকে ডেকে আমি হতাশ এমন  
যায় না তোমার কাণে,  
তুমি যদি থাক ভুলিয়া আমার  
চাহিব কাহার পানে ।  
যতই অধম হই ক্ষুদ্রতম  
দেখেতো তোমার আঁখি,  
তোমাকেই জানি তোমাকেই মানি  
তোমারি ভরসা রাখি ।



## অনুকণা

১৩

বাধা, বিধি মোর মানে না অন্তর,  
 চলে যেতে চায় সোজা,  
 রীতি বিধি মেনে কিবা প্রয়োজন,  
 বেড়ে যায় শুধু বোঝা—  
 আমি ভাবি মোরে ডাকিবে যখন  
 উল্লাসে যাইব ছুটে,  
 আনন্দ অন্তরে তুলে নিব শিরে  
 তোমার হাতে বা জুটে—  
 কি কাজ আমার রীতি বিধি মেনে  
 মা'র কাছে যাবে ছেলে,  
 যবে খুসি আর যে ভাবে রহিবে  
 ছুটে যাবে খেলা ফেলে,  
 তার কিবা আর আশঙ্কা সঙ্কোচ,  
 কিবা দ্বিধা কিবা ভয়,  
 সতত উন্মুক্ত সন্তানের তরে  
 মা'র কোল স্নেহময়,

১৩৪

## অণুকণা

আকুল অন্তরে করিলে স্মরণ  
 মাতা আসিবেন ছুটে,  
 মিলিবে তখন আনন্দ অমৃত  
 স্নেহমায়া লব লুটে ।

## ১৪

আনন্দ বিষাদ তোমারি সে দান  
 ব্যর্থ তার কিছু নয়,  
 পূজিবার তুমি দেও অধিকার  
 তবেই ক্ষমতা হয় ।  
 আমি তো তোমার খেলার পুতুল  
 খেলাও যেমন খেলি,  
 হস্ত পদ তুমি চালাও চালাই,  
 মেলাও নয়ন মেলি,  
 তবু ভাবি মনে আমি করি কাজ  
 সে যে মোর কত ভুল,  
 তুমি ছাড়া আমি অতি শক্তি হীন  
 তুমিই সবার মূল ।

## অনুকণা

১৫

একদিন তুমি কত আশা দিয়ে  
টানিয়া তোমার পানে,  
নিরাশার ঘোরে জাগাইতে ব্যথা,  
তোমারও বাজিবে প্রাণে ।

ছিল কত দূর তোমায় আমায়  
পূজিত তোমায় শুধু এ হৃদয়,  
দূরে দূরে থেকে জানায়ে প্রণতি  
যেত দিবা অবসানে,  
জানায়ে দিয়েছ তাই এ হৃদয়  
তুমি ছাড়া আর কিছু নাহি চায়,  
সদা চায় যেন হেরিতে তোমায়  
মিলিতে তোমার সনে ।

১৬

যত জোরে মন মোর তোমা পানে ধায়  
তত জোরে ফিরে আসে হইয়া হতাশ,

১৩৬



## অণুবর্ণনা

ধৈর্যে যায় কিছু হাতে পাবার আশায়,  
 না পেয়ে দুর্বল মন হারায় বিশ্বাস ।  
 ছুরিকাঙ্ক্ষা করে তবু আশা রাখে মনে  
 অবিরত পাবে কৃপা তব স্নেহ দান,  
 যবে হয় আশা তার ব্যর্থ কোন কণে  
 রাখিতে পারে না আর তোমার সম্মান ।  
 কত যে দিয়েছ তুমি অসীম কৃপায়  
 একটু নিরাশ হলে সব ভুলে যায় ।

## ১৭

সদা যেন তোমার পদে  
 নোয়াই আমার শির,  
 যখন জাগে দুঃখ রোষ  
 না দেখি তোমার দোষ,  
 সবার মাঝে সদা যেন  
 মনটা রহে স্থির ।

## অণুকণা

শান্ত তুমি রেখ আশায়,  
তোমার চরণ তলে  
দুঃখ গ্লানি মান অপমান  
সকলি থাকি ভুলে।

১৮

দিতে খুসি হয় দিও তবে মোরে  
না হয় দিওনা কিছু,  
তবু যেন মোর পদে রহে মতি  
মাথা রহে যেন নীচু।  
মন কর মোর আকাঙ্ক্ষা বিহীন  
তোমারি করুণা গাই,  
তুমি থাক মোর অন্তর জুড়িয়া  
আর কিছু নাহি চাই।

১৯

যবে তব ভাবে পূর্ণ রহে মন  
সংসার হইতে দূরে,

১৩৮

## অগুনকণা

কতই পূর্ণতা, আনন্দ বিমল  
 রয়ে এ হৃদয় জুড়ে ।  
 তোমা হ'তে যবে রহি আমি দূরে  
 জীবন দুর্বল লাগে,  
 যত কিছু হেরি মোর প্রিয় ধন  
 আনন্দ নাহিক জাগে ।  
 এবে ভাবি মনে যবে মন মোর  
 তোমা হ'তে ছিল দূরে,  
 কি চিন্তায় মম কেটে যেত দিন  
 রহিত হৃদয় জুড়ে ।

২০

মাঝে মাঝে তব না পেয়ে সন্ধান  
 জাগে যে বেদনা ভার,  
 খুঁজিয়া না পায় ব্যাকুল হৃদয়  
 কোথা এর প্রতিকার ।  
 কার কাছে যাই কার কাছে গুনি  
 পাগলের মত শুধু দিন গণি,



## অনুকণা

যদি কোন দিন আমার আহ্বান  
করুণা জাগায় মনে  
সে আশা হৃদয়ে করিয়া বহন  
যাই আমি দিন গণে ।

২১

দিবসের কৰ্ম অবসরে আমার এ চঞ্চল হৃদয়  
বলিবার যাহা কিছু আছে, নিবেদন করে তব পায় ।  
মাঝে মাঝে তাই আমি আসি ক্লান্ত দিয়া দিবসের কাজে,  
বহুকণ থাকি যদি দূরে, প্রাণে মোর বড় ব্যথা বাজে,  
হে দেবতা হে প্রিয় আমার, তুমি সদা হেরিছ হৃদয়,  
অন্তর্যামী শুনিছ সকলি, জানাবার কি আছে তোমায় !  
উদ্দেশেতে বলে যাই কথা, ভাবি তুমি শুনিয়াছ কাণে,  
শান্ত করি পরাণ আমার, ফিরে আসি সংসারের পানে ।  
তব নাম করিলে স্মরণ নেমে যায় জীবনের বোঝা,  
জাগে মনে ভরসা অপার, এ জগতে চলে যাব সোজা ।

## অণুবর্ণা

পাঠায়েছ ভবের সাগরে, অলঙ্ক্যে রয়েছ কর্ণধার  
 ভুলে, আমি তবু পাই ভয়, বিষ হেরি সমুখে আমার ।  
 জানি না সে কত পুণ্যবান কত বড় মহৎ হৃদয়,  
 নিঃসংশয়ে জাগ যার প্রাণে, চোখে তব দরশন পায় ।

## ২২

তোমার চরণে রাখিও ভুলায়ে  
 কভু যেন নাহি যাই দূরে,  
 যত কাজ থাকে যত থাকি ভুলে  
 থেক তুমি এ হৃদয় জুড়ে ।  
 চরণ আশ্রয়ে হয়েছে ধারণা—  
 তুমি ছাড়া ক্ষুদ্রতর সবি ।  
 নক্ষত্র জোনাকি পাশে, মনে হয়  
 তুমি যেন দীপ্তোজ্বল রবি ।  
 প্রাণেতে জাগ্রত সদা তুমি মোর,  
 বা পেয়েছি সবি তব দান ।  
 আমি কেহ নই, সবি তোমাময়,  
 সদা যেন থাকে সেই জ্ঞান ।

## অণুকণা

২৩

বন্ধন আগায় দিতে চাহে কেহ  
কিঁপ্ত হয় তবে মন,  
সে যে চাহে শুধু তোমাতে ডুবিতে  
মানেন না সে বন্ধন।

মুক্ত রহিব বন্ধন হ'তে,  
বাধা নাহি কিছু র'বে কোন পথে,  
যেখানে যেটুকু দেখিব সত্য—  
গ্রহণ করিব তাই,  
নহি আমি কোন গণ্ডির মাঝে,  
কোন পথে বাধা নাহি কোন কাজে,  
সেই পথে শুধু চলিব সতত  
তায় পথ যথা পাই।

২৪

আপনারে বেঁধে রেখে অশেষ বাঁধনে  
লভুক সে ধর্ম্য যার হয়,  
আমি জানি একমাত্র মোর ভগবান,  
অন্ত পথ গম্য মোর নয়।

১৪২



উদার হৃদয়ে গিশি' সকলের সাথে,  
 সর্বত্র যে মোর ভগবান ।  
 নাহিক বিরোধ মম, নাহি ভেদ জ্ঞান  
 যে পথে যে করেন প্রয়াণ ।  
 মনে প্রাণে কোন্‌জন চাহে ভগবান  
 আমি শুধু খুঁজি হেন জন,  
 তাঁর তরে চাহি শুধু আকাঙ্ক্ষা প্রবল,  
 নাহি চাই কোন আয়োজন ।

২৫

স্বপনে দেখিনু মূর্তি বুদ্ধ ভগবান,  
 ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমি কত ব্যবধান ।  
 তবুও স্বপন লাগে অতি মধুময়,  
 স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি তবু প্রাণে জেগে রয় ।  
 কত দিন চলে গেছে, স্বপ্ন কল্পনায়  
 দেখায় সে দৃশ্য যেন বাস্তবের প্রায় ।

## অনুকণা

২৬

বন্ধ কিছুতে হয় না অন্তর  
নাহিক কোনই ধাঁধা,  
তোমাপানে মোর ছুটে এ পরাণ  
মানে না কোনই বাধা ।  
তুমি ছাড়া আর যত চারিধার  
তুচ্ছ মনে হয় সকলি আমার,  
চারি দিকে যত বন্ধন ভার  
সকলি যেন সে বোঝা ।  
মোর মনে হয় তোমারি যে পথ  
সব চেয়ে যেন সোজা ।

২৭

তোমার জগৎ নিত্যানন্দময়,  
কতই আনন্দে রহে,  
তবু কত জন বেদনার ভারে  
দুর্ব্বহ জীবন বহে ।

১৪৪

## অণুকণা

মঙ্গল ধরায় কেন অমঙ্গল,  
 দুঃখ এ আনন্দ ধামে,  
 কেন এত ব্যথা, এত দুঃখ রাশি  
 জাগে মানবের প্রাণে ?  
 রোগ শোক গ্লানি অগমান আর  
 দুঃখের দহন স'য়ে  
 মলিনতা নাশি ও পদে মানব  
 যায় কি পবিত্র হ'য়ে ?

## ২৮

দিবা নিশি থাকি যেন স্বপনের মাঝে,  
 কত ক্রতি করি আমি দিবসের কাজে,  
 ভেঙ্গে ফেলি' সে স্বপন মানুষের মত  
 ভাবি মনে ডুবে যাব কাজে অবিরত ।  
 আবার তোমার মাঝে যবে ডুবে যাই,  
 মনে হয় তুমি ছাড়া কোন কাজ নাই ।



## অনুকণা

২৯

কি মায়ায় বেন মুগ্ধ রহে জাঁখি,  
আচ্ছন্ন রহে এ মন,  
ঢেকে রাখে মোরে কি যেন ছায়ায়  
কুয়াসার আবরণ।  
তোমার নয়নে লুকায় না কিছু,  
তুমি বুঝি দেখ মজা!  
এমনি করিয়া টানিয়া মানবে  
দেও কি এমনি সাজা ?

৩০

চারিধারে কত দেখিবার আছে,  
ভাবিরার আছে কত,  
তবু মোর মন সব ছেড়ে ধায়  
তোমা পানে অবিরত।  
অনির্দেশ্য তুমি, অতি মহত্তম,  
দেখিতে তোমায় পায় না নয়ন,  
তবু তব পানে ছুটে অহর্নিশ  
তোমাতে ধরিতে ধায়।

১৪৬

## অনুকণা

করেছ ভুলা'তে কত আয়োজন  
শান্ত নাহি তবু হয় তার মন,  
সে আশায় শুধু ফেরে অনুক্ষণ  
খোঁজ তব কোথা পায় ।

## ৩১

দিবানিশি আমি থাকি আশা ক'রে  
তোমারে দেখার তরে,  
জানি না আসিবে কোন্ পথে তুমি  
আসিবে কি রূপ ধরে ।  
জানি না তোমার কোন পরিচয়  
কিরূপে যে দেও দেখা,  
তবু মনে হয় দূরে তুমি নয়  
প্রাণে প্রাণে আছ মাথা ।  
দেখিনি তোমায় সে কথা বলিলে  
যেন মনে হয় ভুল,  
জেগে আছ তুমি অন্তশব্দে সদা  
দেখে না নয়ন স্থূল ।

## অগুনকণা

৩২

বেদনার ভারে হৃদয় আমার  
ছুটে যেতে চায় চলে,  
সংসার মায়ায় বদ্ধ আছি আমি  
কেমনে যাইব ফেলে ।  
টেনে রাখে মোরে সংসারের টান,  
কিন্তু হয় তাই প্রাণ,  
আকাজ্জিত মোর কোথা গেলে পাব  
কেবা দিবে সে সন্ধান ।

৩৩

যদি দেও যাতনা শরীরে,  
জানাইতে ব্যাকুল অন্তর,  
স্বস্থ করে রাখিলে আরামে  
ভুলে থাকে কৃপা নিরন্তর ।  
চাহে শুধু করুণার দান,  
তাই পেয়ে আনন্দ অপার,



## অনুকণা

ব্যথা যদি দেও বা কখন  
কৃতজ্ঞতা নাহি রাখে আর ।  
চাহে শুধু পিতৃমাতৃ স্নেহ  
নাহি চায় স্নেহের শাসন,  
অকৃতজ্ঞ এমনি মানব  
চাহে শুধু আনন্দ আপন ।

## ৩৪

বাহির হ'তে বাই যে ফিরে  
না ডাক যদি মোরে,  
পাই যে প্রাণে হতাশা শুধু  
এসে তোমার দ্বারে ।  
ছয়ার তোমার খোলার আশে  
দাঁড়ায়ে থাকি তব পাশে,  
উঁকি বুঁকি আশে পাশে  
করি বারে বারে ।  
দেখ না তুমি কত আশায়  
আসি তোমার দ্বারে ।

## অনুকণা

৩৫

তোমারি চরণে সান্ধনা শুধু, সংসারে মিলেনা কভু,  
তোমায় ছাড়িয়া শান্তির পথ সংসারে খুঁজি তবু ।  
কোথায় তোমার শান্তি-নিকেতন, ওহে দয়াময় হরি,  
ছুটিয়াছি আমি তব ভরসায় চরণ আশ্রয় করি ।

৩৬

আবিভূত তুমি র'য়েছ অন্তরে  
সকলি শুনিছ কানে,  
শূন্যে নাহি মিশে নিবেদন কভু  
পৌঁছে তোমার স্থানে ।  
দেখি বা না দেখি, আমি মনে ভাবি  
তব কাছে আছে সকলের চাবি,  
খুলে দেখ তুমি কি আছে লুকান  
মরগের মাঝখানে ।  
যার বাহা কিছু বলিবার আছে  
আগেই প্রকাশ হয় তব কাছে,  
লুকাইতে কেহ পারে না তোমায়  
দেখ তুমি সংগোপনে ।

## অনুকণা

৩৭

দেও তুমি শত হাতে তুলে আশার অতীত ধন,  
 দূরাকাজ্ঞা তবু সদা পেতে চায় নাহি রহে খুসি মন ।  
 রোগ, জ্বালা হয় যদি দেহে জানাইতে তাই শুধু চায়,  
 দেহ ল'য়ে ব্যাকুল হইয়া তব কৃপা সব ভুলে যায় ।

৩৮

দাঁড়াইয়া আছি যেন পথে, তাই মোর সদা মনে হয়,  
 স্থির হয়ে থাকিবার নয়, কেহ যেন ডেকে মোরে কয় ।  
 অবসাদে না পারি চলিতে, কেহ যেন নিতে চায় টেনে,  
 জাগে মনে বিস্ময় ও ভয়, নাহি জানি যাব কোনখানে ।  
 বারে বারে চলে যেতে চাই, তবু লাগে বাধা পায় পায়,  
 পরিচিত পথ নহে মোর, তাই ভাবি যাইব কোথায় ।

৩৯

ভীষণ অশনি পড়েছিল শিরে, আজিকার এই দিনে,  
 কত দিন গত, তবু সে বেদনা স্মৃতি সহ জাগে মনে ।  
 আজি ভাবি আমি, নহে নিষ্ঠুরতা শাসন শিকার তরে,  
 কষাঘাত তব জাগায় বেদনা মঙ্গল তাহাতে করে ।  
 যদিও হৃদয় গিয়েছিল ভেঙ্গে বেদনায় একেবারে,  
 আজি ভাবি, প্রাণী তোমারি বিধানে আসে যায় খেলাঘরে ।

১৫১



## অনুকণা

৪০

পান্ড-শালে আসিয়াছি যেন, ফিরে যাব কাজ শেষ হ'লে,  
এ জগৎ কৰ্মশালা সম একদিন যেতে হবে ফেলে,  
ছ'দিনের সংসারের খেলা, ছ'দিনের মানব জীবন,  
তার তরে এত আকর্ষণ, ছেড়ে যেতে মমতা এমন ।  
তুমি যবে করিবে নিদেশ, খুসি হ'য়ে ধরি যেন শিরে,  
মোহে ডুবে যেন এ অন্তর বাধা নাহি দেয় যেতে ফিরে ।

৪১

আজিকার দিন গত হয়ে গেলে অতীতে বিলীন হ'বে,  
এই দিনটাই কত মানবের স্মরণীয় হয়ে রবে ।  
দিন পর দিন শুধু চলে যায়, গিয়াছে এমন কত,  
হিসাব তাহার কেবা রাখে আর, চলিতেছে অবিরত ।  
শুভ দিনগুলি আপনার কাজে স্মরণীয় হয়ে রয়,  
অশুভের স্মৃতি মানবের প্রাণে জাগে শুধু বেদনায় ।

৪২

স্নেহময় দয়াময় হরি, পদে আমি জানাই প্রণতি,  
তুমি ছাড়া কে আছে সংসারে, দীন দুঃখী অগতির গতি ।  
তবু সে যে তোমাপানে ধায়, সব তুমি কেড়ে লও যদি,  
তুমি যেন সকলি তাহার, পুরাইবে তার শূন্য হৃদি ।

১৫২

অনুকণা

৪৩

চারিদিকে দুঃখ দৈন্য হেরি প্রাণে এসে মোর লাগে,  
 মানবের দুঃখ করি দূর, হৃদয়ে বাসনা জাগে।  
 শক্তি আমার কিছুই যে নাই, তাই ও চরণে চাই,  
 তোমার ভাঙারে অমূল্য রতন, মানবে চিনাও তাই।  
 তুমি যার প্রাণে দেও এক কণা, নাহি রহে কোন দুঃখ;  
 পায় বা না পায় অভাব ভুলিয়া পূর্ণ রহে তার বুক।  
 এতটুকু কেন যে না পায়, এমন দাতার হাতে,  
 কতই ভীষণ দুঃখের অনলে জ্বলে যারা দিন রাতে।

৪৪

বিধির নিদেশে	সুদূর বিদেশে
চলেছ ছাড়িয়া গেহ,	
কর্তব্য আপন	রাখিও স্মরণ
গৃহের মমতা স্নেহ,	
বাধা বিপ্ল ভয়	সব হবে লয়,
স্মরণে রাখিও হরি,	
পাঠাই তোমারে	সেই দূর দেশে
চরণে নির্ভর করি।	

১৫৩

## অণুকণা

রাখিও স্মরণ,                      তাঁহা হ'তে আর  
 মানবের নাহি বিত্ত,  
 পাপ প্রলোভন                      করি পলায়ন  
 মহৎ হইবে চিত্ত ।  
 বিদেশের মোহে                      ধাঁধায়ে নয়ন  
 হইও না লক্ষ্য ভ্রষ্ট,  
 রাখিও স্মরণ,                      আপনার দেশ  
 সব দেশ হ'তে শ্রেষ্ঠ ।  
 চরণে তাঁহার                      সাঁপিছু তোমার  
 সকল ভাবনা ভয়,  
 সম্পদে বিপদে                      রক্ষিবেন তিনি  
 ভুলনা মঙ্গলময় ।

৪৫

কি মঙ্গলময় তোমার কন্ঠ  
 আমরা তাহার বুঝি না মর্শ্ব,  
 অজ্ঞানে ডুবিয়া শিশুদের মত  
 তাই ত কাঁদিয়া মরি ।

১৫৪



## অনুকণা

তুমি জান মোর কোথা আছে মোহ,  
 অন্ধ করে মোরে কোথায় যে স্নেহ,  
 নির্ভর করিতে চরণে তোমার  
 শিখালে করুণা করি ।

যে জন আপন দেখেনা স্বার্থ  
 তারেই যে তুমি দেখ যথার্থ,  
 চিন্তা আমাদের কেবলি ব্যর্থ  
 তবুও ভাবিয়া মরি ।

রাখ বহু দূরে নাহি কিছু ভয়,  
 প্রশস্ত তব হস্ত বিশ্বময়,  
 সে হাতে তোমার মঙ্গল অভয়  
 আমার দয়াল হরি :

## ৪৬

অজ্ঞানতা অন্ধকারে হ'য়ে অন্ধ দীন  
 বঙ্গনারী ধরাতলে রহিয়াছে হীন,  
 সূদূর প্রবাসে গিয়ে, লভি উচ্চ জ্ঞান.  
 উজল করিও বাছা বঙ্গনারী মান ।

## অনুকণা

স্মরণ রাখিও সদা ধর্ম আর দেশ,  
ফিরে এস গৃহে লয়ে জ্ঞানদীপ্ত বেশ,  
ধর্ম অলঙ্কারে জ্ঞান হোক সমুজ্জ্বল,  
করুন মঙ্গলময় অনন্ত মঙ্গল।

## ৪৭

তব নাম করেছি গ্রহণ,  
তুমি নাকি এই অপরাধে,  
দিয়ে প্রাণে আশা উচ্চতর,  
ফেলে দেবে নৈরাশ্যের খাদে।  
ভেঙ্গে যাবে হৃদয় আমার,  
তাই চাই তোমার করুণা,  
শান্তি আশে ছুটে যাব আমি  
তুমি ছাড়া আছে কোন জনা।  
তুমি মোরে নাহি দেও যদি,  
তোমাকেই নালিশ জানাই,  
যত তুমি বাড়াও বেদনা,  
শান্তি আশে তব পানে ধাই।

৪৮

কত দিন এসেছি ধরায়,  
 পিতা মাতা আরো গুরুজন  
 সঙ্গী সাথী স্নেহ মায়াময়  
 কত যারে ভেবেছি আপন,  
 ভাই বোন প্রতিবাসী জন  
 কত ছিল স্নেহের বন্ধন,  
 কত জন চলে গেছে তার,  
 আজি যেন সকলি স্বপন।  
 একদিন ছিল মূর্তিমান,  
 আজ তার চিহ্ন কিছু নাই,  
 তবু কেন মমতা এমন,  
 মনে আমি ভাবি শুধু তাই।

৪৯

জানি না কোথায় নিবাস তোমার, কতবড় তুমি হও,  
 জানি মাত্র তব এই পরিচয়, সতত হৃদয়ে রও,  
 যবে খুঁজি আমি আকুল অন্তরে, অথবা হৃদয়ে হেরি হর্ষভরে,

১৫৭



## অনুকণা

আকুল আগ্রহে যখন শুধাই ডেকে মোরে কথা কও ;  
 দেখি বা না দেখি তুমি যে আমার, কাছে কাছে থাক তুমি  
 অনিবার,  
 জানি তুমি মোর অতি আপনার, দূরে তুমি কভু নও ।

৫০

মানবের আকাঙ্ক্ষা প্রবল,  
 কত আশা জাগে দিবানিশি,  
 পূর্ণ হয় অতি কদাচিৎ,  
 বায়ুতেই যায় নাকি মিশি ।  
 তুমি যারে কণাটুকু দেও  
 নাহি তার কোন ভয় দুখ,  
 দূর হয়ে সকল অভাব  
 সুখে পূর্ণ রহে তার বুক ।  
 এতটুকু কেন যে না পায়  
 এতবড় করুণার হাতে,  
 দুঃখানলে কতই ভীষণ  
 জ্বলিতেছে যারা দিনরাতে ।

১৫৮

## অগুনকণা

৫১

কণাটুকু যদি আমি পাই  
সাধ হয় দিতে ভাগ করে,  
তব হাতে আনন্দ এমন,  
তবে কেন দুঃখ পায় নরে,  
হেন পথ রয়েছে যতপি  
কেন নর ভুল পথে চলে,  
যেই জন পেয়েছে সন্ধান  
ভ্রান্ত জনে দিতে হয় ব'লে ।  
একাকী সে আনন্দ অমৃত  
নিতে কার আছে অধিকার,  
তার বেন পায় এককণা  
দুঃখ তাপ পীড়িত সংসার ।

৫২

চারিদিকে রাখিয়া নয়ন  
ধীরে ধীরে যেতে যেবা যায়,  
আগমন চাও নাকি তার,  
সে কি ফিরে পশ্চাতেই যায় ?

## অশ্রুকাণ্ড

উত্তাল তরঙ্গে টেনে নিতে চাও  
প্রবল ঝড়ের মত,  
যেতে নাহি পারে, ফেরে ছুরবল  
হইয়া বেদনা হত,  
সে কি প'ড়ে রবে, পাবেনা বাইতে  
ধীরে পথে চলে যারা ?  
যতই হউক মন্সুর গমন,  
ক'রো নাকো পথ হারা ।

## ৫৩

আপনার জন যত চারিধার  
প্রিয় যাহা সমুদয়,  
তুমি যে আপন সকলের চেয়ে  
আর সবি তোমাময়,  
সব মাঝে তুমি রয়েছ বিরাজ  
চারি ধারে মোর খুঁজিয়া কি কাজ,  
এ হৃদয়ে জাগ তুমি বিশ্বরাজ  
সকলি ভুলিয়া থাকি ।



## অনুকণা

আপনার পর নাহি রহে জ্ঞান,  
মানব সকল তব স্নেহ দান,  
তোমার জগৎ পুণ্যময় স্থান  
তাই যেন মনে রাখি ।

## ৫৪

দিবার মতন পাই নাই আমি,  
নাহি মোর হেন ধন,  
ব্যাকুল বখন অন্তর আমার  
করিব যে বিতরণ ।  
চারি দিকে দেখি কত দুঃখ ক্লেশ  
ব্যথিতের হাহাকার,  
সাধ হয় মনে দেই মুছাইয়া  
শোকাক্তের অশ্রুধার,  
দিতে গিয়ে দেখি অহমিকা মোর ;  
না পেলে দিবার ধন,  
রিক্ত হস্ত ল'য়ে দীন দুঃখীগণে  
কি করিব বিতরণ ।

## অনুকণা

৫৫

আপনার যার যত টুকু আছে  
নাই বা থাকুক কিছু,  
সেই দৈন্তে তার নাহিক সরম  
নাহি হয় মাথা নীচু ।  
নিজ হ'তে বড় চায় দেখাইতে  
এমনি বশের মোহ,  
ময়ূর পুচ্ছে আবৃত বায়সে  
করে না আদর কেহ ।  
খাঁটি টুকু ল'য়ে, যতটুক থাক  
সরল প্রকৃতি শুধু,  
সকলের চেয়ে হয় লোভনীয়  
তাহাতেই রহে মধু ।

৫৬

তোমার পূজার নাম করি শুধু,  
আপনারে লয়ে থাকি,  
• • তোমাতে ডুবিতে কোন অবসরে  
নিজ চিন্তা উঠে জাগি,

১৬২

## অনুকণা

এই কাজে আমি কাটাইয়া দিন  
আকাজ্জ কতই রাখি,  
তোমার নয়নে এড়ায় না কিছু  
সে কথা ভুলিয়া থাকি ।

## ৫৭

যত ভাবি সমুখে চলিব, অবাক হইয়া দেখি,  
এগোতেতো পারিনি সমুখে, পেছনে রেখেছি অঁাখি ।  
জীবনের পথে এমনি করে কি কাটিবে আমার দিন ?  
সাধ আশা মোর হবে না পূরণ, আয়ু হবে শুধু কীণ ?

## ৫৮

আমি বাহা চাই,  
তুমি ছাড়া দিতে পারে, হেন কেহ নাই,  
তাই যাচি তব পদে,  
তোমার অমৃত হ্রদে  
দেবে তুমি দয়া করে আমাকে ও ঠাই ।



## অনুকণা

তুমি দিতে পার সবি  
 ধরে এনে শশী, রবি,  
 ও সকল বড় কিছু সাধ মোর নাই।  
 দিতে পার অবহেলে  
 তাই আসি পদতলে,  
 আবদার জানাবার নাই হেন ঠাঁই।

## ৫৯

না দেও যদি সাড়া প্রাণে  
 কতই থাকি রেগে,  
 এস যদি সাড়া দিতে  
 রাখ্তে নারি চেপে,  
 আনন্দে প্রাণ আকুল হ'য়ে  
 ছুটে সবার কাছে,  
 বিলা'তে চায় সে আনন্দ  
 বাহা তাহার আছে ;  
 দিতে গিয়ে হতাশ আমি  
 পাই না এমন ধন,  
 পেয়েছি ব'লে দেখাব, আর  
 করব বিতরণ।

## অণুকণা

৬০

বখন আমি আসি পূজার তরে,  
সমুখে তুমি দাঁড়ায়ে গম  
সকলি আড়াল ক'রে ।  
র'বেনা কিছু ভাবার তরে,  
তোমার পানে রইব ফিরে,  
তুমি আমায় রেখ ঘিরে  
ডুবায় তোমার মাঝে,  
আর চারি ধার ভুলে র'ব  
দিনের সকল কাজে ।

৬১

যাহা যবে করি আমি তোমারি সে কাজ,  
সর্বময় তুমি যদি, কিবা মোর লাজ ?  
সংসারের কাজ হাতে আসেনি আমার সাথে,  
কোথা হ'তে আসিয়াছি পুনঃ কোথা অবসান ;  
হুদিনের তরে এই সংসারে আমার স্থান ।

## অণুকণা

৬২

কত দুঃখ অত্যাচার করিয়া বহন  
যাহারা গড়িল সেতু,  
পাইল তাহারা কত দুঃখ ব্যথা  
মানব কল্যাণ হেতু,  
জলন্ত বিশ্বাস করুণা যাদের  
দেখাইয়া দিল পথ,  
সংসারে সহিয়া কতই আঘাত,  
বহাল কল্যাণ স্রোত ।

৬৩

এসেছি প্রান্ত হ'তে আর প্রান্ত দূর,  
ছাড়িয়া চলিছে আজি ওগো পুণ্যপুর,  
শিবাজির কৰ্মক্ষেত্র প্রিয় বাসস্থান  
প্রতিরেণুকণা এর মহত্ব মাখান,  
চলিছে প্রণমি আগি নোয়াইয়া শির,  
স্বদেশে তোমার স্মৃতি রহিবে গভীর ।

১৬৬



৬৪

তুমি টানিয়া লইবে মোরে,  
 হৃদয়ে আমার হয়ে আগুসার  
 টানিয়া লইবে ক্রোড়েতে তোমার,  
 অযোগ্য বলিয়া ছাড়িয়া তোমায়  
 রহিব না আমি দূরে।

ব্যাकुलতা তুমি দিয়েছ এ প্রাণে,  
 যোগ্যতা দিয়ে তুমি নেবে টেনে,  
 নির্ভয়ে আমি র'ব তাই জেনে  
 করুণা ভরসা করে,  
 হৃদয়ে পাতিব তোমার আসন,  
 তুমি করে নেবে তোমার মতন,  
 অযোগ্য বলিয়া করিয়া হেলন  
 পাবে না যাইতে ছেড়ে।

১৬৭

LIBRARY

No.....

Shri Shri Sri Anandamayee Ashram

BANARAS.



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

LIBRARY

SARAYU





